

অষ্টাবক্র সংহিতা ।

মূল ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ।



পরমপরাংপর পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব
তদনুগত শিষ্য

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

কলিকাতা

৮০ । ১ নং, মুক্তারাম বারু
আর্য্যমিশন ইন্সটিটিউশন
প্রকাশিত ।

কলিকাতা ।

মেট কাফ যন্ত্রে

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা!

১৮৯৩ সাল

বিজ্ঞাপন ।

অষ্টাবক্র সংহিতার প্রকৃত ভাবার্থ এ পর্য্যন্ত গুরু মুখেই ছিল। এক্ষণে কোন মহাত্মার রূপায় এবং তাঁহার অনুমতিতে ঐ গূঢ় অর্থ সাধকদিগের সুবিধার জন্ত প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য, যে, সাধারণ সমীপে ইহা প্রকাশ করা আমাদের আদৌ ইচ্ছা নহে। যেহেতু যাঁহাদের সদৃশ লভ হইয়াছে তাঁহারা ব্যতীত অপরে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া কুট তর্কের দ্বারা ভক্তিমান ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিগণের মনে সংশয় জন্মাইতে এবং নিজেও ভ্রমে পতিত হইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ হইতে দূরে পড়িতে পারেন। একারণ সাধারণের নিকট উহা প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনায় কেবল ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিগণের সুবিধার জন্তই এই পুস্তক প্রকাশ করা হইল। পরমারাধ্য পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ প্রসাদে “যে রূপ ব্যাধ্যা পাইয়াছি তাহাই অবিকল মুদ্রিত করিলাম। অন্তঃ তাঁহার ব্যাখ্যার কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই। তবে যদি ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে আমার দোষ। সুবুদ্ধিমান ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তির নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করিয়া বখাস্থানে ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন। রাণীগঞ্জের অন্তর্গত নিমতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সঙ্কবিহারী দাস মহাশয় এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া আমাদের বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। এমন সংকর্মে একরূপ নিঃস্বার্থ দান অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। ভগবৎ রূপায় তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বধর্ম্ম ও সংকর্মে রত থাকিয়া জগতের মঙ্গলসাধন করুন। কিমধিকমিতি—

প্রকাশক

শ্রীপঞ্চানন শর্ম্মণ্ড ।

অষ্টাবক্র সংহিতা ।

প্রথম প্রকরণম্ ।

জনক উবাচ ।

কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি ।
বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্যমেতৎ ভ্রং ক্রহি মে প্রভো ।
অষ্টাবক্র উবাচ ।

মুক্তিমিচ্ছসি চেৎতাত ! বিষয়ান্ বিষবৎত্যজ ।
ক্ষমার্জবদরাতোধগত্যং পীযুষবস্তজ । ১ ।

অষ্টাবক্রসংহিতা

প্রথম প্রকরণ ।

জনক বলিতেছেন । জ্ঞান কি প্রকারে হইতে পারে ? সেই জ্ঞান রহিত মুক্তি কি প্রকারে হইতে পারে ? মুক্তি হইলেই ইচ্ছা রহিত হইল, সেই ইচ্ছা রহিতই বা কি প্রকারে হইবে ? হে অষ্টাবক্র প্রভো ! তাহা আমাকে বলুন ।

অষ্টাবক্র বলিলেন । হে তাত ! মুক্তি যদি ইচ্ছা কর, তবে বিষয়কে বিষের মতন ত্যাগ কর । সেই ত্যাগ, আত্মায় স্থির হইলে, সেই স্থিরত্বের নাম জ্ঞান, বাহা হৃদয়ে অনুভব হয়, অনুভবের অভাব হইলে তখন কেহ কোন অশ্রম করিলে (মুক্তি হওয়ার দরুন বৈরাগ্য আপনাপনি হয়) বৈরাগ্য বশতঃ ক্ষমা সতঃসিদ্ধ আপনাপনি হয়, ক্ষমা করিয়া মনেতে অক্ষমা কি রাগের উদয় হয় না ; তাহার কারণ সরলতা স্বভাব স্বতঃসিদ্ধ হয় । আত্মবৎ সকলেতেই দেখায় দয়ার্জ চিত্ত সন্দা.

ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নি ন বায়ুর্দ্যৌর্ন বা ভবানু ।

এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিক্রপং বিদ্ধি মুক্তয়ে ॥ ২ ॥

যদি দেহং পৃথক্ কৃত্য চিত্তি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি ।

অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩ ॥

ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাঙ্কগোচরঃ ।

অসদোহসি নিরাকারো বিশ্বনাঙ্কী সুখী ভব ॥ ৪ ॥

ধর্মাধর্মো সুখং দুঃখং মানসানি, ন তে বিভো !

ন কর্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এ বাসি সর্বদা ॥ ৫ ॥

থাকে, এই নিরপেক্ষ দয়া সর্বদা হৃদয়েতে স্বভাবতঃ থাকায় হৃদয় সন্তোষিত থাকে, সত্য ব্রহ্মে সর্বদা থাকিয়া এইরূপ সত্যানন্দকে অমৃতের ছায় ভজন কর । ১ ।

আত্মা আছেন তন্নিমিত্ত ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম দেখিতেছ, সেই আত্মা ক্রিয়ার দ্বারার মন চিত্ত স্বরূপ কুটস্থ ব্রহ্মে তক্রপ হইলেই মুক্ত হয় জানিও, মুক্ত হওয়া আর কিছুই নয় কেবল ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্বদা থাকা । ২ ৬

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাতে দেহ পৃথক্ থাকে, এইরূপ দেহকে যদি পৃথক করিয়া চিত্ত কুটস্থ ব্রহ্মে রাখ তাহা হইলে মনের দৌড়াদৌড়ি হইতে বিশ্রাম পাইবে এবং একগই সুন্দর রূপ ব্রহ্মেতে থাকিবে, সুন্দর রূপ ব্রহ্মে থাকায় তুমিও থাকিলে না তোমার কিছু থাকিল না ; কাযে কাযেই অগ্রদিকে মন আবদ্ধ হওয়া হইতে মুক্ত হইল । ৩ ।

তুমি বিপ্রাদি বর্ণ নহ, কোন আশ্রমী নহ, এই চক্ষের গোচর নহ, তোমার ইচ্ছা নাই এবং তোমার কোন আকারও নাই, তুমি বিশ্ব সংসারের সাক্ষীমাত্র হইয়া শূণ্য ব্রহ্মে থাক । ৪ ।

ধর্ম এবং অধর্ম, সুখ এবং দুঃখ, এ সকল মনের কর্ম, তোমার যে বিভূ তাঁহার কিছু নাই ; তুমি কর্তাও নহ তুমি ভোক্তাও নহ, কর্তা এবং ভোক্তা মনের দ্বারা হইতেছে, সেই মন যখন খং ব্রহ্মে লীন হইল তখন নিশ্চয়ই সর্বদা মুক্ত হইতেছে । ৫ ।

একো দ্রষ্টাসি সর্বস্তু মুক্তপ্রায়োহসি সর্বদা ।
 অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারং পশুসীতরম্ ॥ ৬ ॥
 অহং কর্ত্তেত্যহংমান-মহাক্লষণাহিদংশিতঃ ।
 নাহং কর্ত্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব ॥ ৭ ॥
 একো বিশুদ্ধবোধোহহমিতি নিশ্চয়বহ্নিনা ।
 প্রজ্ঞাল্যজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখী ভব ॥ ৮ ॥
 যত্র বিশ্বসিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ ।
 আনন্দ-পরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখী ভব ॥ ৯ ॥

এক অবস্তুর বস্ত ব্রহ্ম তাহাই সর্বত্র তুমি দেখিতেছ, মুক্তপ্রায় সর্বদা আপনাপনি বিবেচনা করিতেছ এই তোমার বন্ধন হইতেছে, দ্রষ্টাকে ভিন্ন করে দেখিতেছ অর্থাৎ দ্রষ্টা ব্রহ্ম হয় নাই, দ্রষ্টা ও দৃশ্য বিভিন্ন হেতু অশ্রুতে মন থাকায় মনের অর্থাৎ দ্রষ্টার বন্ধন হইতেছে। ৬।

আমি কর্ত্তা ব্রহ্ম দেখিতেছি, এই যে আমি তোমার মনের মধ্যে রহিয়াছে, সেই অহং স্বরূপ যে ক্লমসর্প তোমাকে দংশন করিয়াছে, তদ্বৎ তোমার এই সংসারের জালা এবং ছটফটানি হইতেছে, মনের শাসি না হওয়াতে উপদেশের প্রার্থনা করিতেছ তাহার প্রত্যুত্তরে আমি বলিতেছি যে আমি কর্ত্তা নহি, ইহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে আপনাপনি বিশ্বাস হয় এই বিশ্বাস স্বরূপ অমৃত পান করিয়া সুন্দর রূপ ব্রহ্মে থাক অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাক। ৭।

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে (এক বিশুদ্ধ বোধ স্বরূপ আমি) এই এক নিশ্চয়তা রূপ অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া অজ্ঞান স্বরূপ যে পথ এই অগ্নির আলোতে দেখিয়া সংসারের শোক হইতে রহিত হও ব্রহ্মে থাক। ৮।

যেখানে এই সব বিশ্ব সংসার আপনার মনেরই কল্পনা মাত্র বলিয়া বোধ হয় যেমত রজ্জুতে সর্পের বোধ হয়, সর্প বোধ হওয়াতে নানারূপ আশঙ্কা, আবার যখন সেই কল্পিত সর্পকে রজ্জু বোধ হয় তখন আনন্দ বোধ হয়।

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বন্ধো বন্ধাভিমান্যপি ।
 কিংবদন্তীতি সত্যোয়ং য়া মতিঃ না গতির্ভবেৎ ॥ ১০ ॥
 আত্মা সাক্ষী বিভূঃ পূর্ণ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ ।
 অসন্ধো নিস্পৃহঃ শাস্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব ॥ ১১ ॥
 কূটস্থং বোধগঠৈতমাত্মানং পরিভাবয় ।
 আভাসোহয়ং ভ্রমং মুক্তা বাহুভাবমথাস্তরম্ ॥ ১২ ॥
 দেহাভিগানপাশেন চিরং বন্ধোহসি পুঙ্জক ।
 বোধোহহং জ্ঞানখড়্গেন তন্নিকৃত্য সুখী ভব ॥ ১৩ ॥

কিন্তু আনন্দে (আমি আছি, কারণ আমি না থাকিলে অন্ধকার হইল) যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় পরমানন্দে থাকে তখন নিজবোধ স্বরূপ তুমি হইতেছ, এই প্রকার অবস্থাতে থাকিয়া স্নন্দর রূপ ব্রহ্মে থাক । ৯ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে রহিয়াছি সৎ চিং আনন্দ স্বরূপ আমি মুক্ত এইরূপ যে কেহ অভিমান করেন, কেহবা স্ত্রী পুত্র পৌত্রাদির দ্বারা সংসারে বদ্ধ হইয়া আছি এইরূপ বন্ধাভিমান করেন, এ কেবল জনশ্রুতি মাত্র ; সত্য ইহাঙ্গমধ্যে এই হইতেছে যে যাহার যেকোন মতি গতিও তদ্রূপ হয় । ১০ ।

আত্মা সাক্ষীর স্বরূপ তিনি বিভূও পূর্ণ, পূর্ণ হইলেই এক হইল, এক হইলেই মুক্ত চিং স্বরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে ; তখন তিনি অক্রিয়, ইচ্ছা রহিত, স্পৃহা রহিত স্তরমাং শাস্ত কেবল ভ্রমেতেই সংসারবানের দ্বায় হইতেছে । ১১ ।

এই আত্মাই কূটস্থ এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে তাঁহারই আভাসে (সর্বব্যাপকরূপে প্রযুক্ত) এই সংসারের ভ্রম হইতে মুক্ত হইয়া, অন্তর্বাঞ্ছ ব্রহ্মতত্ত্বসাক্ষী ১২ ।

সেহে পুত্র ! দেহরূপ ভ্রান্তিমানের পাশে চিরকাল বদ্ধ রহিয়াছ । 'আমি' এই বোধ করিতেছ সেই আমিকে জ্ঞান খড়্গের দ্বারা ছেদন করিয়া, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যখন আমি থাকে না তখন আমিই গেল অতএব ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান হইয়া সুখী হও । ১৩ ।

প্রথমপ্রকরণম্ ।

নিঃসঙ্গে নিষ্ক্রিয়োৎসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ ।

অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুভিষ্ঠসি ॥ ১৪ ॥

ত্বয়া ব্যাণ্ডমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ ।

শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপস্বং মাগমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্ ॥ ১৫ ॥

নিরপেক্ষো নির্ঝিকারো নির্ভয়ঃ শীতলাশয়ঃ ।

অগাধবুদ্ধিরক্ষুকো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥ ১৬ ॥

ইত্যুপদেশবোড়শকম্ ॥

সেই ব্রহ্ম তিনি অর্থাৎ তিনি কিছুই করেন না, তাঁহার কোন ইচ্ছাও নাই,—তন্নিমিত্ত নিঃসঙ্গ, তিনিই তুমি স্বপ্রকাশ নিরঞ্জন স্বরূপ হইতেছ, তুমি সকলে সমান রূপে ব্রহ্ম স্বরূপ দেখিতেছ এই-ত তোমার বন্ধন হইতেছে। ১৪ ।

তুমি বিশ্ব সংসারে ব্যাণ্ড অর্থাৎ তুমি আত্মা স্বরূপ, আত্মা সর্বত্র সমান রূপে ব্যাপ্ত আছেন, তোমাতে আত্মাতে অভিন্ন হকু তুমিই সর্বব্যাপক হইয়াছ এবং তোমাতে এই বিশ্ব সংসার প্রোথিত রহিয়াছে, শুদ্ধ বুদ্ধ স্বরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে তুমি হইতেছ, তুমি এত বড় লোক হইয়া ক্ষুদ্র চিত্ত হইও না। ১৫ ।

সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাক যেখানে কোন বিষয়ের উপেক্ষা, বিকার ও ভয় নাই এবং শীতল হইবার স্থান হইতেছে, অগাধ বুদ্ধি সেখানে হইতেছে ও কোন বিষয়ে ক্ষুদ্রতা নাই কেবল চিন্মাত্র ব্রহ্মময় স্বরূপ হইতেছে। ১৬ ।

এই বোল উপদেশ ।

অথ সংগ্রহশ্লোকাঃ ।

সাকারমনুতং বিদ্ধি নিরাকারস্ত নিশ্চলম্ ।

এতস্তত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ ॥ ১ ॥

যথৈবাদর্শমধ্যস্থে রূপেহস্তঃপরিতস্ত সঃ ।

তথৈবাস্মিন্ শরীরেহস্তঃপরিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২ ॥

একং সর্করুতং ব্যোম বহিরন্তর্যথা ঘটে ।

নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্কভূতগণে তথা ॥ ৩ ॥

ইত্যাত্মানুভবোপদেশো নাগ প্রথম প্রকরণম্ ।

দ্বিতীয় প্রকরণম্ ।

অহো ! নিরঞ্জনঃ শাস্ত্রো বোধোহহং প্রকৃতেঃ পরঃ ।

এতাবস্তমহঃ কানং মোহেনৈব বিড়্ধিতঃ ॥ ১ ॥

সাকার বস্তু সমুদায়শর্মথ্যা, নিরাকার সত্য, এইরূপ তত্ত্বোপদেশ দ্বারা পুনরুৎপত্তি সম্ভাবন থাকে না । ১ ।

কোন ব্যক্তির রূপ, আদর্শ মধ্যগত হইলে যেমন অন্তরে ও বাহিরে সেই ব্যক্তিরই বিদ্যমানতা থাকে, সেইরূপ পরমেশ্বরের বিষয়প্রতিবিম্ব ভাবে এই শরীরে ও বাহিরে অবস্থান করিতেছেন । ২ ।

একমাত্র সর্করুত আকাশ যেমন ঘটের অন্তরে ও বাহিরে আছে, তাহার ন্যায় নিত্য নিরন্তর বিহু ব্রহ্ম সর্কভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থান করিতেছেন । ৩ ।

সাকারানুভবোপদেশনামক প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় প্রকরণ ।

জনক বলিতেছেন । কি আশ্চর্যের বিষয় ক্রিয়ার পর অবস্থাতে শান্তি

যথা প্রকাশয়াম্যেকো দেহমেনং তথা জগৎ ।

অতো মম জগৎ সৰ্বমথবা চ ন কিঞ্চন ॥ ২ ॥

সশরীরমহো বিশ্বং পরিত্যজ্য ময়াধুনা ।

কুতশ্চিৎ কৌশলাদেব পরমাত্মা বিলোক্যতে ॥ ৩ ॥

যথা ন তোল্লতো ভিন্না স্তরঙ্গাঃ ফেনবুদ্ধদাঃ ।

আত্মনো ন তথা ভিন্নং বিশ্বমাত্মাবিনির্গতম্ ॥ ৪ ॥

তন্তুমাত্মো ভবেদেব পটো যদ্বিচারিতঃ ।

আত্মতন্মাত্রমেবেদং তদ্বিশ্বং বিচারিতম্ ॥ ৫ ॥

বোধ হওয়া এই আমি হইতেছি, সেই আমি পঞ্চতত্ত্ব মন বুদ্ধি অহঙ্কারের পর হইতেছি, এই বোধ আমার ছিল না, একাল পর্যন্ত মোহ দ্বারা বিভ্র-
মিত হইলাম। ১ ।

এইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি স্বরূপ প্রকাশ এক এই দেহের মধ্যেই
বোধ হইতেছে ; এইরূপ যত চলায়মান বস্তু সকলের মধ্যেই এইরূপ স্থিতি
আছে, জীব মায়েই ও চর এবং অচরের মধ্যেও সেই স্থিতি আছে,
সেই স্থিতি যাহা জগদব্যাপক তাহাতে থাকিলে তুমিও জগদব্যাপক,
সর্বই তুমি হইতেছ এই ব্রহ্ম অণুর একাংশে জগৎসমূহ জগতের মধ্যে
তুমি অতএব তুমি কিছুই নয়। ২ ।

এ কি আশ্চর্য্যের বিষয়, এই আমার শরীরেই যে ক্রিয়ার পর অবস্থায়
স্থিতি, তাহাই বিশ্বসংসার, এক্ষণে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন কোশ-
লের দ্বারা পরমাত্মাকে দেখিব-এইরূপ ইচ্ছা করি। ৩ ।

জলের যে তরঙ্গ ও বুদ্ধবুদ্ধাদি তাহা জল হইতে পৃথক নহে, অর্থাৎ
তরঙ্গেও জল আছে এবং বুদ্ধবুদ্ধের মধ্যেও জল আছে সেইরূপ আত্মাও ভিন্ন
নহে কারণ আত্মা হইতে বিশ্বসংসার নির্গত হইয়াছে, বিশ্বসংসারের সর্বত্র
আত্মার স্থিতি রহিয়াছে। ৪ ।

এক স্ত্রীতেই সকল ব্রকমের কাপড় হয়, যে যেমন ইচ্ছা করে
বুনে, সেইরূপ এই বিশ্বসংসারকে আত্মাই বিচার করিয়া লয়ন অর্থাৎ
আত্মা যে বস্তুতে মন দেন তাহাই দেখিতে পান। ৫ ।

যথৈবেক্ষুরসে কুঞ্জা তেন ব্যাটৈব শর্করা ।
 তথা বিশ্বং ময়ি কুণ্ডং ময়া ব্যাণ্ডং নিরন্তরম্ ॥ ৬ ॥
 আত্মজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি আত্মজ্ঞানান্ন ভাসতে ।
 রজ্জ্বজ্ঞানাদহির্ভাতি তজ্জ্ঞানান্দাসতে ন হি ॥ ৭ ॥
 প্রকাশো মে নিজং রূপং নাতিরিক্তোহস্ম্যহং ততঃ ।
 যদা প্রকাশতে বিশ্বং তদাহং ভাস এব হি ॥ ৮ ॥
 অহো ! বিকলিতং বিশ্বম্ অজ্ঞানান্নয়ি ভাসতে ।
 রূপ্যং শুভৌ ফণী রজ্জৌ বারি সূর্য্যকরে যথা ॥ ৯ ॥

যে রূপ ইক্ষুরস শর্করাতে স্বল্পরূপে লিপ্ত রহিয়াছে ; সেই শর্করার
 স্বরূপ বিশ্বসংসার আনাতেই স্বল্পরূপে ও অণু স্বরূপে লিপ্ত রহিয়াছে কারণ
 আমিই সর্বত্র সর্বদা ব্যাপক, আমি না থাকিলে কিছু নাই, আমিই সংসারে
 লিপ্ত রহিয়াছি । ৬ ।

আমি এইরূপ জ্ঞান ওয়াতে জগৎ ভাসমান হইতেছে ; সেই যে আমি
 সে কি, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যেখানে আমিও নাই এইরূপ আত্মজ্ঞান
 হইলে জগৎ আর জ্ঞান থাকে না, যেমন রজ্জুর দ্বারা সর্প জ্ঞান, রজ্জুকে
 রজ্জু বলিয়া জ্ঞান হইলে সর্প দ্বারা বোধ হয় না, অর্থাৎ সেইরূপ ক্রিয়ার পর
 অবস্থা হইলে জগৎ আর বোধ হয় না । ৭ ।

উপযুক্ত প্রকাশই নির্ণের রূপ হইতেছে, সেই প্রকাশই সর্বব্যাপক ;
 তন্নিমিত্ত সে প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয় যখন বিশ্বসংসারের প্রকাশ হইল,
 তখন (বিশ্ব সংসারের মধ্যে আমি) আমারও প্রকাশ হইল অর্থাৎ সেই
 প্রকাশই আমি এখানে অপ্রকাশই প্রকাশ । ৮ ।

প্রকাশই সর্বব্যাপক কথা, বিশ্বসংসারটা উল্টা হইল, কেন হইল, ক্রিয়ার
 পর অবস্থা না জানায় এইরূপ বিকল বোধ হইতেছে । যেমন বিছুরের
 টুকরা কিছুই নয় কিন্তু রূপার মতন বোধ হইতেছে, রজ্জুতে সর্প বোধ
 হইতেছে এবং সূর্য্যের কিরণে অর্থাৎ মনীচিকাতে জলের স্নায় বোধ
 হইতেছে এইরূপ বিশ্ব বিকল বোধ হইতেছে । ৯ ।

মত্তো বিনির্গতঃ বিশ্বং মথ্যেব লয়মেব্যতি ।
 যুদি কুস্তো জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা ॥ ১০ ॥
 অহো ! অহং নমো মহ্যং বিনাশো নাস্তি যস্য মে ।
 ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যস্ত-জগন্নাশেহপি তিষ্ঠতঃ ॥ ১১ ॥
 অহো ! অহং নমো মহ্যন্ একোহহং দেহবানপি ।
 কচিম গস্তা নাগস্তা ব্যাপ্য বিশ্বমবপ্স্থিতঃ ॥ ১২ ॥
 অহো ! অহং নমো মহ্যং দক্ষো নাস্তীহ মৎসমঃ ।
 অসংস্পৃশ্য শরীরেণ যেন বিশ্বং চিরং ধৃতম্ ॥ ১৩ ॥

আমা হইতেই বিশ্ব নির্গত হইয়াছে আবার আনাতেই লয় হইবে। যেমন মাটি হইতে কুস্তের উৎপত্তি আর কুস্ত ভাঙ্গিয়া মাটি; জল হইতে ঢেউ আবৃত্ত্য সেই ঢেউ জলে মিলিয়া যায়, সোনা হইতে গহীনা এবং গহনা হইতে সোনা হয়। ১০ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্ম আমি, আমি আর কাহাকে নমস্কার করিব, এই এক আশ্চর্য্যের কথা হইতেছে যে আমিই আমাকে ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারায় নমস্কার করি; কারণ আমার বিনাশ নাই। অতঃ কাহাকে নমস্কার করিতে হইলে যাহাকে নমস্কার করিব তাহার বিনাশ আছে— ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত জগতেরই নাশ আছে। ১১ ।

তবে ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারায় আপনাপনি* বসে নমস্কার করি, এই আশ্চর্য্য, আমি দেহবান হইয়াওঁ। সেই এক ব্রহ্ম হইতেছি, কোথাও যাইও নাই এবং কোথা হইতে আসিও নাই; আমার অবস্থিতি এই বিশ্বসংসারেই হইতেছে; যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকি তখনি এইরূপ বোধ হয়। ১২ ।

এ কি আশ্চর্য্যের কথা, আমি আমাকেই নমস্কার করি? ~~কি কারণে~~ কেন করি? কারণ আমার মস্ত দক্ষ কেহই নাই, এই আত্মা অর্থাৎ স্বামী আসিছে ও যাইতেছে, ওঁ অচল স্থিরভাবেও রহিয়া সম্যক্ প্রকারে তাহাকে শরীরের দ্বারায় স্পর্শ করিতে পারা যায় না এবং যাহা দ্বারায় বিশ্ব সংসার চিরকাল ধৃত হইয়া রহিয়াছে। ১৩ ।

অহো ! অহং নমো মহং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন ।

অথবা যস্য মে সৰ্ব্বং যদ্বাঙ্গমনসি গোচরম্ ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং নাস্তি বাস্তবম্ ।

অজ্ঞানাদ্ভ্রাত্তি যত্রেদং সোহহমস্মি নিরঞ্জনঃ ॥ ১৫ ॥

দৈতমূলমহো দুঃখং নান্নতস্মাস্তি ভেষজম্ ।

দৃশ্যমেতন্মূষা সৰ্বম্ একোহহং চিদ্রসোহমলঃ ॥ ১৬ ॥

বোধরূপোহহমজ্ঞানাদুপাধিঃ কল্পিতো ময়া ।

এবং বিমূষতো নিত্যং নির্ঝিকল্পে স্থিতির্মগ ॥ ১৭ ॥

অহো ! ময়ি স্থিতং বিশ্বং বস্তুতো ন ময়ি স্থিতম্ ।

ন মে বন্ধোহস্তি মোক্ষো বা ভ্রান্তিঃ শান্তা নিরাশ্রয়া ॥ ১৮ ॥

• আশ্চর্য্য বশতঃ আপনাকে আপনি নমস্কার করি ; সেই ত আমি সে ত ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতেছে ; যাহার কিছুই আমাতে নাই, অথবা বাহা আমার এই সূত্র, ব্যাক্য, মন, চক্ষুর দ্বারা দেখিতেছি, হয় সব আমি মতুবা কিছুই নাই । ১৪ ।

জানা, জানিবার বস্তু, জানিবার কর্তা এ তিনই রাস্তাবিক নাই, এ সব ক্রিয়ার পর অবস্থারূপী জানার দরুণ প্রকাশ হইতেছে ; বাহা কর্তৃক সেই আমি ব্রহ্ম হইতেছি । ১৫ ।

আমিই আপনি সব, আমি ভিন্ন অন্য হইর্দেই দৈত, দৈত মহাদুঃখ মূল, ক্রিয়ার পরাপর অবস্থা বাতীত সেই দুঃখের আর ঔষধি নাই । ১৬ ।

এই স্থির হইল যে এ সব কিছুই নয়, ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থার যাহা নিজ বোধ রূপ অনুভব এবং আমি সেই ক্রিয়ার পর অবস্থাই হইতেছি ; এ হইই উপাধি ধরিয়াছি । কিন্তু তিনি নিরূপাধি হইতেছেন ; এইরূপে কল্পনা নিত্যই ছাড়িয়া দিয়া অর্থাৎ এই ঐ ছাড়িয়া দিয়া নির্ঝিকল্পে আমার স্থিতি অর্থাৎ ইচ্ছাও নাই অনিচ্ছাও নাই এইরূপ স্থিতি আমার হইতেছে । ১৭ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আমি সকলেতে এবং সকলই আমাতে, সৰ্ব্ব-ব্যাপকত্ব প্রযুক্ত হইতেছে ; কিন্তু সকলি ত কথার কথা ; বস্তুতঃ আমাতে

সশরীরমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিত্তি নিশ্চিতম্ ।
 শুদ্ধশ্চিন্মাত্র আত্মা চ তৎ কথং কল্পনাধুনা ॥১৯ ॥
 শরীরং স্বর্গনরকৌ বন্ধমোক্ষৌ ভয়ং তথা ।
 কল্পনামাত্রমেবৈতৎ কিং মে কার্যং চিদাত্মনঃ ॥ ২০ ॥
 অহো ! জনসমূহেখপি ন দ্বৈতং পশ্যতো মম ।
 অরণ্যমিব সংরক্তং ক্ব রতিং করবাণ্যহম্ ॥ ২১ ॥
 নাহং দেহো ন মে দেহো জীবো নাহমহং হি চিং ।
 অয়মেব হি মে বন্ধ আগীদনজীবিতে স্পৃহা ॥ ২২ ॥
 অহো ! ভুবনকল্লোলৈর্বিচিত্রৈর্দ্রাকু সমুথিতম্ ।
 মযানন্তমহাস্তোমৌ চিত্তবাত্তে সমুদ্যতে ॥ ২৩ ॥

নাই এই আশ্চর্য্য ! অর্থাৎ বস্তুরূপে আমাতে নাই, অবস্তুর বস্তুরূপে আছেন, আমার বন্ধনও নাই মোক্ষও নাই ত্রুষ্টি নাই, শান্ত স্বরূপ নিরাশ্রয় আমি হইতেছি। ১৮ ।

এই শরীরের সহিত যে বিশ্ব সংসার ইহা কিছুই নহে আমি শুদ্ধ চিন্মাত্র আত্মা, ইহা এক্ষণে কিরূপে কল্পনা হইতেছে। ১৯ ।

এই শরীর স্বর্গ, নরক, বন্ধ, মোক্ষ, ভয় সকলইত করনা মাত্র, তবে চিং আত্মাতে আমার কি কার্য্য। ২০ ।

এই জন সমূহের মধ্যে আমিও ছুই দেখিতে পাই না ; অরণ্যের স্থায় আবৃত, কোথায় আমার রতি হইতেছে। ২১ ।

আমি ত দেহ নহি, আর আমার ও দেহ নহে, আমিও নহি, আমি চিং-স্বরূপ, আমি ত জানি যে এ সকল কিছুই নয় কিন্তু আমি যে কল্পনা করি এই আমার বন্ধন। ২২ ।

একটা মহা জনরব হইয়াছে এই একটা আশ্চর্য্য যে লোকের একটা কল্লোল ধ্বনি উঠিতেছে, এই অনন্ত মহাসমুদ্রে চিত্ত বায়ুতে এক প্রবল ঝড় উঠিতেছে। ২৩ ।

অষ্টাবক্র সংহিতা ।

মধ্যানন্তমহাস্তোধৌ চিত্তবাত্তে প্রশাম্যতি ।

অভাগ্যাজ্জীববণিক্জে জগৎপোতো বিনশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

মধ্যানন্তমহাস্তোধৌ আশ্চর্য্যং জীববীচয়ঃ ।

উদ্যন্তি স্তন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ ॥ ২৫ ॥

ইত্যাপ্নানুভবোল্লাগো নাম দ্বিতীয়ং প্রকরণম্ ।

তৃতীয় প্রকরণম্ ।

অষ্টাবক্র উবাচ ।

অবিনাশিনসাত্মানমেকং বিজ্ঞায় তদ্ব্রতঃ ।

তবান্নজ্ঞস্য ধীরস্য কথংখার্জ্জনে রতিঃ ॥ ১ ॥ .

আত্মাজ্ঞানাদহো প্রীতিবিষয়ভ্রমগোচরে ।

শুভেরজ্ঞানতো লোভো যথা রজতবিভ্রমে ॥ ২ ॥

আবার এই অনন্ত ম/সমুদ্র চিত্ত বায়ুর প্রশমনে শান্ত হইতেছে। এই জীব স্বরূপ বণিক বড় অভাগ্যবান্ন; কারণ জগৎ স্বরূপ নোকা বিনশ্বর। ২৪।

আমাতে এই 'বনস্ত মহাসমুদ্র; তাহাতে জীবের চেউ সকল আশ্চর্য্যের ভায় উঠিতেছে, জন্মিতেছে, মরিতেছে, খেলা করিতেছে এবং স্বভাবতঃ প্রবেশ করিতেছে। ২৫।

আত্ম অনুভব উল্লাস দ্বিতীয় প্রকরণ সমাপ্ত।

তৃতীয় প্রকরণ ।

কর্তব্যমস্মৈ হতেছে। আত্মা অবিনাশী ইহা তর্কের দ্বারা জানিয়া অর্থাৎ ক্রিপার পর অবস্থায় থাকিয়া যিনি আত্মজ্ঞ হইয়াছেন এমন যে ধীর ব্যক্তি তাহার অর্থে এবং জনে কেন রতি হইবে। ১।

বিষয়ের ভ্রমে প্রীতি আত্ম জ্ঞানের দ্বারায় দহন হয় এবং কিছুকের জ্ঞান হইলে কিছুকে যে রজত বণিয়া ভ্রমাত্মক জ্ঞান তাহা দূর হয়। ২।

বিশ্বং স্ফুরিত যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে ।
 সোহহমস্মীতি বিজ্ঞায় কিং দীন ইব ধাবসি ॥ ৩ ॥
 শূন্যপি শুদ্ধচৈতন্যমাত্মানমতিসুন্দরম্ ।
 উপস্থেত্যন্তসংসক্তো মালিন্তমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥
 সৰ্বভূতেষু চাত্মানং সৰ্বভূতানি চাত্মনি ।
 নুনেৰ্জ্ঞানত আশ্চর্য্যং মমভ্রমনুবর্ততে ॥ ৫ ॥
 আস্থিতঃ পুরমার্ধৈতং মোক্ষার্থেহপি ব্যবস্থিতঃ ।
 আশ্চর্য্যং কামব্রশগো বিকলঃ কেলিশিক্ষয়া ॥ ৬ ॥
 উদ্ধৃতং জ্ঞানভূমিত্রমবধারণ্যাতিদুর্লভঃ ।
 আশ্চর্য্যং কামসাকাক্ষেৎ কালমস্তমনুশ্রিতঃ ॥ ৭ ॥

এই বিশ্ব সংসার সাগরের তরঙ্গের ভায় হইতেছে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় আমি সেই জানিয়া দীন দরিদ্রের মতন এদিক ওদিক ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি । ৩ ।

তোমার যদ্যপি সেইরূপ অবস্থা না হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার নিকট গুন ; সেই আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ অতি সুন্দর, কামাদিতে আসক্ত হইয়া মলিনভাবে কেন ভ্রমণ করিতেছ । ৪ ।

সব ভূতের মধ্যে আত্মা আর সব ভূত আত্মাতে, মূনি ইহা জানিয়াও আমার আমার বলেন এই আশ্চর্য্য । ৫ ।

পরম অর্ধৈত ক্রিয়ার পর অবস্থায় মোক্ষের নিমিত্ত যিনি অবস্থিত, তিনিও কামবশে বিকল হইয়া কেলি-শিক্ষা করেন এই আশ্চর্য্য । ৬ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকিয়ে থাকা, বাহাকে জ্ঞান কামাদিতে জানিবার হইয়াছে, তাহার সেই জ্ঞানই মিত্র স্বরূপ হইতেছে ; কিন্তু থানিক দূর থাকে, তন্নিমিত্ত ভালরূপ মিত্র নহে ; এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও কামের আকাজ্জা করে এবং অন্তে কালকে প্রাপ্ত হয় । এই আশ্চর্য্য অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াও অগ্রদিকে ইচ্ছা করিয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয় । ৭ ।

ইগামুক্ত বিরক্তস্য নিত্যানিত্যবিবেকিনঃ ।

আশ্চর্য্যং মোক্ষকামস্য মোক্ষাদেব বিভীষিকা ॥ ৮ ॥

ধীরস্ত ভোজ্যমানোঃপি পীড়্যমানোঃপি সর্ষদা ।

আজ্ঞানং কেবলং পশুন্ ন ভুষ্যতি ন কুপ্যতি ॥ ৯ ॥

চেষ্টমানং শরীর স্বং পশুন্নস্তশরীরবৎ ।

সংস্তবে চাপি নিন্দায়াং কথং ক্ষুভ্যেন্নহাশয়ঃ ॥ ১০ ॥

মায়ামাত্রমিদং বিশ্বং পশুন্ বিগতকৌতুকঃ ।

অপি সন্নিহিতে নুক্তৌ কথং ত্রস্ততি ধীরধীঃ ॥ ১১ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া ইহলোকের এবং পরলোকের কোন ইচ্ছা করেন না ও নিত্য এবং অনিত্যের বিবেক যিনি জানেন তিনি মোক্ষ পাইবার নিমিত্ত কামনা করেন, মোক্ষ একটা বিভীষিকার মতন হইতেছে, এই বড় আশ্চর্য্য। ৮ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে ধীর ব্যক্তি থাকেন তিন খান এবং কেহ ছই কথ্য বলিলে তাহাও শ্রবণ করেন আত্মতাহাকে আত্মাতে (কেবল কর্ম্ম) করিয়া সদা আত্মাকেই দেখেন, আত্মাতে স্থির হইয়া থাকায় যে সন্তোষ লাভ হয়, ভাল ভাল সর্ষদী খাইবার অপেক্ষা তাহা অধিক হইতেছে সুতরাং উপাদেয় দ্রব্য সকল খাওয়াতে সন্তুষ্ট হইয়েন না এবং কুবাক্য শ্রবণ করিয়াও কুপিত হন না। ৯ ।

আপনার মত অল্প শরীরকে দেখে, স্তব্ধ আর নিন্দাতে মহাশয় ব্যক্তি কেন ক্ষুভমান হইবেন। ১০ ।

যদি কেহ হয় বলিয়া মানিয়া এই বিশ্ব জগৎ সংসার রহিয়াছে, যাহা এই বিশ্ব সংসারকে ভোজ্যবজ্রির মতন কৌতুক মনে করেন, এই সংসারের যত কিছু সকল মারা মাত্র এইরূপ যে দেখেন এবং এই সংসারের কৌতুক যাহার বিগত হইয়াছে তাহার ত মুক্তি অতি নিকট; যাহারা ধীর বুদ্ধিমান তাঁহারা এইরূপ শুদ্ধ মুক্ত পদ পাইতে ভীত কেন হইবেন। ১১ ।

নিষ্স্পৃহং মানসং যস্য নৈরাশ্রেংপি মহাত্মনঃ ।

তস্মাৎসজ্জানতৃপ্তস্য তুলনা কেন জায়তে ॥ ১২ ॥

স্বভাবাদেব জানানো দৃশ্যমেতন্ন কিঞ্চন ।

ইদং গ্রাহ্যমিদং ত্যাজ্যং স কিং পশ্যতি ধীরধীঃ ॥ ১৩ ॥

অন্তস্ত্যক্তকষায়স্য নিদ্বন্দ্বস্য নিরাশিষঃ ।

যদৃচ্ছয়াগতো ভোগো ন দুঃখায় ন তুষ্টরে ॥ ১৪ ॥

• ইত্যষ্টাবক্রে তৃতীয়প্রকরণম্ ।

যাহার মন ইচ্ছা রহিত হইয়াছে, ইচ্ছা রহিত হইলে তাহার কোন আশা থাকে না এইরূপ আশা রহিত ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্বদা না থাকিলে হয় না। যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্বদা থাকেন, তাহাকে মহাত্মা কহে, তিনি সর্বদা আত্মায় থাকিয়া তৃপ্ত থাকেন; এমত মহাত্মার সহিত তুলনা কাহারও হইতে পারে না। ১২ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে; স্বভাবে থাকিলে আর কিছু দেখে না; এই গ্রাহ্য এই ত্যাজ্য এইরূপ ধীর যিনি তিনি এ সকল কিছু দেখেন না। ১৩।

ভিতর হইতে ইচ্ছা রহিত এমত যে ত্যক্ত ব্যক্তি তাঁহার ত্যাগই চাবুক হইতেছে; তাঁহার ভাল মন্দ দ্বিধা নাই (যা হয়); এবং কোন আশাও নাই, বাহা কিছু কাহারও ইচ্ছা বেকরূপ ভোগ সম্মুখে রাখিয়া দেয়, তাহাই ভোজন করেন; ভাল মন্দ কিছুতেই সন্দেহ কি অসন্দেহ নহেন। ১৪ ।

এই অষ্টাবক্রের তৃতীয় প্রকরণ সমাপ্ত।

চতুর্থ প্রকরণম্ ।

জনক উবাচ ।

হস্তাভ্রজস্য ধীরস্য খেলতো ভোগলীলয়া ।
নহি সংসারবাহীকৈর্মুঢ়ৈঃ সহ সমানতা ॥ ১ ॥
যৎপদং শ্রেয়স্বো দীনাঃ শক্রাদ্যাঃ সৰ্বদেবতাঃ ।
অহো ! তত্র স্থিতো যোগী ন হর্ষমুপগচ্ছতি ॥ ২ ॥
তজ্জস্য পুণ্যপাপাভ্যাং স্পর্শো হ্যস্তর্ন জায়তে ।
নহ্যাকাশস্য ধূমেন দৃশ্যমানা পি সঙ্গতিঃ ॥ ৩ ॥
আত্মৈবেদং স্কর্গং সর্কং জাতং বেন মহান্মনা ।
যদৃচ্ছয়া বর্তমানং তং নিষেদ্ধুং ক্ষমত কঃ ॥ ৪ ॥
আব্রহ্মস্বপৰ্য্যস্তং ভূতগ্রামে চতুর্কিধে ।
বিজ্ঞগৈব্য হি নামধ্যমিচ্ছানিচ্ছাবিবর্জনে ॥ ৫ ॥

চতুর্থ প্রকরণ ।

জনক বলিতেছেন । যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থার থাকিয়া আভ্রজ ধীর হই-
য়াছেন তিনি সংসারের ভোগ লীলার দ্বারা খেলা করিতেছেন তাহার সঙ্গে
সংসারের মোট বোয়ে বেড়াইতেছে যে মুখ, সে সমান হইতে পারে না । ১ ।

ইন্দ্রাদি সব দেবতা দীর্ঘভাবে যে পদকে ইচ্ছা করিতেছেন সেই
পদকে যোগীরা প্রাপ্ত হইয়া হর্ষকে প্রাপ্ত হন না কেন ? ২ ।

যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় আছেন তাহাকে পুণ্যপাপ স্পর্শ করিতে
পারে না ; যেমত ধূম আকাশের সঙ্গ করিতেছে কিন্তু সে আকাশকে
স্পর্শ করিতে পারে না । ৩ ।

ব্রহ্ম আত্মা সর্বব্যাপক দেখিতেছেন যে মহাত্মা তাহার বাহা ইচ্ছা
সেই অবস্থাতে থাকিতে পারেন তাহাকে নিষেধ করিবার ক্ষমতা কার ? ৪ ।

আব্রহ্ম স্বপৰ্য্যস্ত ক্ষিতি অপ তেজ নরুং এই চারি গ্রাম সকল ভূতের
হইতেছে কিন্তু মহা শূন্ততে বিশ্বা এই শূন্তে যাঁহার রহিয়াছেন অর্থাৎ

পঞ্চম প্রকরণম্ ।

আত্মানমদ্বয়ং কশ্চিৎজানাতি পরমেশ্বরম্ ।

যদেত্তি তৎ স কুরুতে ন ভয়ং তস্য কুর্ভূত্বিৎ ॥ ৩ ॥

ইত্যান্নামষট্‌কং নাম চতুর্থপ্রকরণম্ ।

পঞ্চম প্রকরণম্ ।

অষ্টাবক্র উবাচ ।

ন তে নন্দোহস্তি কেনাপি কিং শুক্লস্ত্যক্তুমিচ্ছসি ।

সংঘাতবিলয়ং কুর্স্ননৈবমেব লয়ং ব্রজ ॥ ১ ॥

উদেতি ভবতো-বিশং ব্যাপেপিরিব বৃন্দঃ ।

ইতি জ্ঞাতৈকনাত্মানমেবমেব লয়ং ব্রজ ॥ ২ ॥

ব্রজে রহিয়াছেন তাঁহার। বিজ্ঞ হইতেছেন, তাঁহারাই ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে
বর্জন করিতে সামর্থ্যবান্ হইলেন । ৫ ।

আত্মাকে বিনির্মাণ আছেন বনিয়া জানেন, তিন পরমেশ্বরকে জানেন
তিনি বাহা জানেন তাহা করেন ; তাঁহার কোথাও ভয় নাই । ৬ ।

উরাসেষট্‌ক নামক চতুর্থ প্রকরণ সমাপ্ত

পঞ্চম প্রকরণ ।

অষ্টাবক্র বলিতেছেন । তোমারও কোন সঙ্গ নাই, তোমার মধ্যে
এক নিম্নল ব্রজ আত্মার স্থিতিরূপে আছেন, তিনিই জগন্ময় সর্বব্যাপক
ব্রহ্ম হইতেছেন, তুমি কি তাঁহাকে ছাড়িতে চাও ? বাহা কিং-এই বিবেচনা
কর যে সঙ্গ তাহাকে বিশেষরূপে জিয়ার পর অবস্থায় লয় করিয়া এইরূপে
লয় হইয়া থাক । ১ ।

এই বিশ্বসংসার বাহাকে তুমি বনিত্তে ইহাও জলের বৃন্দবৃদের ছায়
বোধ হইতেছে, এইরূপ আত্মাকে জেনে লয়কে প্রাপ্ত হও । তোমাকেই যে

প্রত্যক্ষমপ্যবস্তুরাদ্ বিখং নাস্ত্যমলে ত্বয়ি ।
 রজ্জুনপইব ব্যক্তমেবমেব লয়ং ব্রজ ॥ ৩ ॥
 নমদুঃখসুখঃ পূর্ণ আশানৈরাশ্যয়োঃ সমঃ ।
 নমজীবিতমৃত্যুঃ সপ্নেবমেব লয়ং ব্রজ ॥ ৪ ॥
 ইতি লয়চতুষ্টয়ং পঞ্চমং প্রকরণম্ ।

ষষ্ঠ প্রকরণম্ ।

জমক উবাচ ।

আকাশবদনস্তোহহং ঘটবৎ প্রাকৃতং জগৎ ।

ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥ ১ ॥

নির্মল ব্রহ্ম রহিয়াছেন, তিনি বিশ্বসংসারেও রহিয়াছেন। অতএব যাহা কিছু
 তুমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছ এবং বস্তু বলিয়া মানিতেছ সে সমুদায়ই ময়লা
 বলিয়া জানিও; অতএব ময়লা কখন নির্মলেতে থাকে না। এ তোমার
 কেবল ভ্রমমাত্র রজ্জু সর্পিৎ। এইরূপ জ্ঞান করিয়া সব এক কর, ক্রিয়া
 কর এবং ক্রিয়ার পর অবস্থায় লয় হও। ২। ৩।

দুঃখ এবং সুখ উভয়কেই সমান জ্ঞান কর এবং পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ ক্রিয়ার
 পর অবস্থায় থাক, আশা আর নিরাশা দুই সমান জ্ঞান কর, বাচিয়া থাকা
 আর মৃত্যু দুই সমান জ্ঞান কর। এইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া
 লয় হও। ৪।

এই লয় চতুষ্টয় নামক পঞ্চম প্রকরণ ।

ষষ্ঠ প্রকরণ ।

জমক কহিলেন । আকাশের ঠায় মহাকাশ অনন্ত ব্রহ্ম আমি আর পঞ্চ
 ভূত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকৃতি ঘট স্বরূপ জগৎ হইতেছে; এই
 তোমার জ্ঞান, সব যখন তুমি, তখন ত্যাগ আর গ্রহণ কিসের? এইরূপে
 থাকিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় লয় হইয়া থাক। ১।

মহোদধিরিবাং সপ্রপঞ্চো বীচিসন্নিভঃ ।

ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥ ২ ॥

অহং সংশুক্তিসঙ্কাশো রূপ্যবদ্বিশ্বকল্পনা ।

ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥ ৩ ॥

অহং বা সর্কভূতেষু সর্কভূতান্বেষো ময়ি ।

ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥ ৪ ॥

ইত্যন্তরোপদেশচতুষ্কং ষষ্ঠপ্রকরণম্ ।

সমুদ্রের যেমন তরঙ্গ ও তাহার ঢেউ জলেরই অবয়ববিশেষ হইতেছে, এই তোমার জ্ঞান, তোমার গ্রহণ নাই, ত্যাগও নাই তুমি সর্বব্যাপক, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া লয় হও । ২ ।

বিশ্বকে রূপা কল্পনার স্থায় এই বিশ্বদংসারকে কল্পনা করিয়া রহিয়াছ; এই তোমার জ্ঞান, তোমার ত্যাগও নাই গ্রহণও নাই, তুমি সর্বব্যাপক, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া লয় হও । ৩ ।

আমি সকল ভূতেতে, এবং সকল ভূত আমা ছাড়া নয়; এই তোমার জ্ঞান হইতেছে, তোমার ত্যাগও নাই গ্রহণও নাই, তুমি সর্বব্যাপক, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া লয় হইয়া থাক । ৪ ।

ষষ্ঠ প্রকরণ সমাপ্ত ।



সপ্তম প্রকরণম্ ।

জনক উবাচ ।

মহানন্তমহাস্তোমৌ বিশ্বপোত ইতস্ততঃ ।
ভ্রমতি স্বাস্তবাতেন মম নাস্ত্যনহিষ্ণুতা ॥ ১ ॥
মহানন্তমহাস্তোমৌ জগদীচিঃ স্বভাবতঃ ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন মে বুদ্ধির্ন মে ক্ষতিঃ ॥ ২ ॥
মহানন্তমহাস্তোমৌ বিশ্বং নাম বিকল্পনা ।
অতিশাস্তো নিরাকার এতদেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৩ ॥
নাত্মা ভাবেষু নো ভাবাস্তত্রাত্মনি নিরঞ্জনে ।
ইত্যনন্তোহস্পৃহঃ শাস্ত এতদেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

সপ্তম প্রকরণ ।

জনক বাল্যেছেন। স্বভাবে থাকায় আমি এই অনন্ত সমুদ্রের স্বরূপ ব্রহ্ম হইতেছি। বিশ্বসংসার রূপ নৌকা স্বাস্ত বাতাসের দ্বারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, তন্নিমিত্তে আমার অনহিষ্ণুতা কিছুই নাই। ১।

আত্মা অনন্ত সমুদ্র ব্রহ্মস্বরূপ, আর এই জগৎ চেউস্বরূপ হইতেছে, স্বভাবতঃ বাতাসের দ্বারায় চেউ উঠিতেছে ও নামিতেছে, তাহাতে আমার কিছু বুদ্ধিও নাই ক্ষতিও নাই। আমি যেমত পূর্ণরূপ আছি। ২।

এই অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ সমুদ্র আমিই হইতেছি, এই বিশ্বসংসারের নাম এক কল্পনা মাত্র, আমি নিজে ক্রিয়ার পর অবস্থায় শাস্তস্বরূপ ও নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ আছি, এইরূপ আমি হইতেছি। ৩।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকিয়া থাকার যে ভাব সে ভাব কুটস্থ ব্রহ্মে আটকিয়া থাকায় নহে, তন্নিমিত্তে আমি কিছুতেই আসক্ত নহি স্পৃহাও নাই শাস্তস্বরূপ হইতেছি এইরূপ আমার স্থিতি হইতেছে। ৪।

অগো । চিন্মাত্রমেবাহ মিত্রজালোপমং জগৎ ।
 ততো মম কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা ॥ ৫ ॥
 ইত্যনুভবপঞ্চকং নাম সপ্তম প্রকরণম্ ।

অষ্টম প্রকরণম্ ।

অষ্টাবক্র উবাচ ।

তদা বক্রো যদা চিন্তং কিঞ্চিদ্বাঞ্জতি শোচতি ।
 কিঞ্চিন্মুঞ্চতি গৃহ্নাতি কিঞ্চিং হৃষ্যাতি কুপ্যাতি ॥ ১ ॥
 তদা মুক্তির্বিদা চিন্তং ন বাঞ্জতি ন শোচতি ।
 ন মুঞ্চতি ন গৃহ্নাতি ন হৃষ্যাতি ন কুপ্যাতি ॥ ২ ॥

আমি কেবল চিন্তস্বরূপ ছইতেছি, কিন্তু জগৎ ইন্দ্রজালের মতন বোধ
 ছইতেছে; এই আশ্চর্য্য বোধ ছইতেছে যে আমার বাঁকুতেছি, আমি নাইত
 আমার কোথায় ? হেয় আর উপাদেশ করনা কোথায়

এই অনুভবপঞ্চক নাম সপ্তম প্রকরণ

অষ্টম প্রকরণ ।

অষ্টাবক্র বলিতেছেন । তখনি বন্ধন যখন চিন্ত বাহ্য করিতেছে বা
 শোচনা করিতেছে । যখন চিন্ত কিঞ্চিং বাহ্য করে ও শোচনা করে,
 কিছু ত্যাগ করে, কিছু গ্রহণ করে, কিছু খুসী হয়, কিছু রাগান্বিত হয় ।

তখনি মুক্ত, যখন কোন বাহ্যও করে না আর কোন বিষয়ের শোচনাও
 করে না, কিছু গ্রহণও করে না, কিছু ত্যাগও করে না, না সন্তুষ্ট হয়, না
 রাগান্বিত হয় । ২ ।

তদা বন্ধো যদা চিন্তং সক্তং কাম্বপি দৃষ্টিষু ।
 তদা মোক্ষো যদা চিন্তং ন সক্তং সৰ্বদৃষ্টিষু ॥ ৩ ॥
 যদা নাহং তদা মোক্ষো যদাহং বন্ধনং তদা ।
 নত্বেতি হেলয়া কিঞ্চিন্মা গৃহাণ বিমুক্ত মা ॥ ৪ ॥
 ইত্যষ্টাবক্রসংহিতায়াং বন্ধমোক্ষব্যবস্থা নাম

অষ্টমং প্রকরণম্ ।

নবম প্রকরণম্ ।

অষ্টাবক্র আহ ।

কৃতাক্রতে ন হৃদ্বানি কদা শাস্তানি কস্ত বা ।
 এবং জ্ঞানহ নির্বেদান্দবত্যাগপরো ব্রতী ॥ ১ ॥

তখনি বন্ধ যখন কোন বিষয়ে দৃষ্টি আসক্তিপূর্বক করে । তখনই মুক্ত যখন সকল বিষয় হইতে আসক্তি রহিত হয় । ৩ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আমি নাই তখন মোক্ষ, যখন আমি আছি তখন বন্ধন ; ইহা জানিয়া তাচ্ছিত্যপূর্বক কিছু গ্রহণও করিও না কি ত্যাগও করিও না । ৪ ।

এই বন্ধমোক্ষব্যবস্থা নামক অষ্টম প্রকরণ সমাপ্ত ।

নবম প্রকরণ ।

অষ্টাবক্র বলিতেছেন । এ কৰ্ম করা হইয়াছে এ কৰ্ম করা হয় নাই, এরূপ হৃদ্ব তাহা কিছুই নয়, আর কখনইবা শাস্তি আর কার বা শাস্তি, এইরূপ জানিয়া, নির্বেদ বশতঃ ত্যাগপর ব্রতী হও, অর্থাৎ কোন বিষয়ের ইচ্ছা কর্ণনই করিও না । ১ ।

কশ্যাপি তাত ধন্থশ্চ লোকচেষ্ঠাবলোকনাং ।
 জীবিতেচ্ছা বুভুক্ষা চ বুভুৎসোপশমং গতা ॥ ২ ॥
 অনিত্যং সৰ্বমেবেদং তাপত্রিতয়দূষিতম্ ।
 অসারং নিন্দিতং হেয়মিতি নিশ্চিত্য শাম্যতি ॥ ৩ ॥
 কোহসৌ কালো বয়ঃ কিংবা যত্র দ্বন্দ্বানি নো নৃণাম্ ।
 তান্বেপেক্ষ্য যথাপ্রাপ্ত-বৎ তাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪ ॥
 নানা মতং মহর্ষীগাং সাধুনাং যোগিনাং তথা ।
 দৃষ্ট্বা নির্বেদামাপন্নঃ কো ন শাম্যতি মানবঃ ॥ ৫ ॥

বৎস্য ! কোন ধন্থলোক, লোকের চেষ্ঠা অবলোকন করিয়া জীবিতেচ্ছা ও ভক্ষণেচ্ছা শূন্য হইয়াছে । ২ ।

যত কিছু দেখিতেছ সকলি অনিত্য। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপে তাপিত সংসার, তাহা অসার নিন্দিত ও হেয় নিশ্চয় জানিয়া শমতাকে প্রাপ্ত হও । ৩ ।

মনুষ্যের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব রহিয়াছে,—কাল কি ? আর বয়স কি ? এই দুইটিকে উপেক্ষা করিয়া দেখ, কালও সময় আর বয়সও সময় সেইজন্ম কাল আর বয়স উভয় এক, কাল যে চলিয়া যাইতেছে তাহাকে দেখ, দেখিতে দেখিতে কালস্বরূপ চলিতেছে যে স্বাস তাহা স্থির হইবে, সেই স্থির হইলে স্বরূপ প্রাপ্তি যে প্রাপ্তিতে সৰ্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া বান্ধ এইরূপ বাহার হয় সেই সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয় । ৪ ।

নানা মত মহর্ষি সাধুদের এবং যোগীদের হইতেছে। এই সব শুধিয়া আমিও কিছু নহি আর আমারও কিছু নহে এইরূপ বাহা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে বোধ হয় সেই ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকিয়া কোন মনুষ্য শমতাকে না পায় ? ৫ ।

ক্রহা মূর্ত্তিপরিজ্ঞানং চেতনস্ব ন কিং গুরুঃ ।
 নির্বেদসমতায়ুক্ত্যা নিস্তারয়তি সংসৃত্তেঃ ॥ ৬ ॥
 পশু ভূতবিকারাস্বং ভূতমাত্রানু যথার্থতঃ ।
 তৎক্ষণাৎকনিমুক্তঃ স্বরূপস্হো ভবিষ্যসি ॥ ৭ ॥
 বাসনা এব সংসার ইতি সর্কা বিমুক্ততা ।
 তত্যাগো বাসনাত্যাগাৎ স্থিতিরদ্য যথা তথা ॥ ৮ ॥
 ইতি নির্বেদাষ্টকং নাম নবমং প্রকরণম্ ।

চৈতন্য কূটস্থের উত্তম পূর্ববেদ স্বরূপ মূর্ত্তি জ্ঞান যে হয় তিনি কি গুরু
 নহেন ? তখনত কোন বিষয় জানা যায় নাই, সমানরূপ আটকিয়া থেকে
 চঞ্চলত্বকে বিকার করে । ৬ ।

পক্ষ ভূতের বিকার দেখ, এ তুমিই হইতেছ, ভূতমাত্রা সব যথার্থ দেখ,
 যাহা যোগীরা দেখেন, ইহা দেখিলেই তুমি স্বন্দ হইতে মুক্ত হইবে । ৭ ।

সংসার আর কিছু নয় ইচ্ছা করার নামই সংসার, সব বাসনা ত্যাগ
 করিলেই স্থিতি হয় । ৮ ।

ইতি নির্বেদাষ্টক নামক নবম প্রকরণ সমাপ্ত ।



দশম প্রকরণম্ ।

অষ্টাবক্র উবাচ ।

বিহার্য বৈরিণং কামং অৰ্ধকানৰ্ধসংকুলম্ ।
ধৰ্ম্মমপ্যে তয়োর্হেতুং সৰ্ক্সত্রানাদরং কুরু ॥ ১ ॥
স্বপ্নেস্ত্রজালবৎ পশ্য দিনানি ত্রীণি পঞ্চ বা ।
মিত্রক্ষেত্রধনাগার দারদায়াদিসম্পদঃ ॥ ২ ॥
যত্র যত্র ভবেৎ তৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধি তৎ তদা ।
শ্রৌতৃবৈরাগ্যগাম্ভায় বীততৃষ্ণঃ সুখী ভব ॥ ৩ ॥
তৃষ্ণামাত্রাত্মকো বন্ধ স্তম্মাশো মোক্ষ উচ্যতে ।
ভবাগংসক্তিমাত্রেন প্রাপ্ততুষ্টিমুক্তমুহঃ ॥ ৪ ॥

দশম প্রকরণ ।

অষ্টাবক্র কহিলেন । ইচ্ছা করাই শত্রু, ধন সঞ্চয় ইহা স্বখী হইবে বলিয়া, ধনাকাজ্জা ধৰ্ম্ম করিব্বর জন্ম এই ইচ্ছা সব অনর্থের মূল, অতএব ইচ্ছাকে সৰ্ক্সদা অনাদর কর । ১ ।

মিত্র, ভূমি, ধনাগার, ত্রী ঞ্জতুষ্টি সকল অন্নদিনের নিমিত্ত, এই সকল স্বপ্নেতে ইন্দ্রজালের মতন দেখ । ২ ।

যেখানে যেখানে তৃষ্ণা হইবে অর্থাৎ অত্যন্ত ইচ্ছা হইবে, সেইখানে সেইখানেই সংসার জানিবে । ভাল রকম ইচ্ছা রহিত স্থিতি পদে তৃষ্ণা রহিত হইয়া সুল্লরূপ ব্রহ্মোখ্যাক । ৩ ।

যখন মনেতে ইচ্ছা হয় তখনই ইচ্ছার দ্বারায় মনের বন্ধন হয়, সেই ইচ্ছাই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে থাকে না । তাহারই নাম মোক্ষ । এই সংসারে আসক্তিরহিত হইবামাত্রই মুহ্মুহঃ তুষ্টি প্রাপ্ত হইবে । ৪ ।

ভ্রমেকশ্চেতনঃ শুদ্ধো জড়ং বিশ্বমসং তথা ।

অবিদ্যাপি ন কিঞ্চিং না কা বুভুংসা তথাপি তে ॥ ৫ ॥

রাজ্যং সূতাঃ কলত্রাণি শরীরানি ধনানি চ ।

সংসক্তস্তাপি নষ্টানি তব জন্মানি জন্মানি ॥ ৬ ॥

অলমর্থেন কামেন স্ক্রুতেনাপি কৰ্ম্মণা ।

এভিঃ সংসারকাস্তারে ন বিশ্রান্তামভুন্ননঃ ॥ ৭ ॥

কৃতং ন কতি জন্মানি কায়েন মনসা গিরা ।

দুঃখমারামদং কৰ্ম্ম তদদ্যাপ্যুপরম্যতাম্ ॥ ৮ ॥

ইত্যুপশমাষ্টকং নাম দশমং প্রকরণং সমাপ্তম্ ।

তুমিত এক পূর্ণব্রহ্ম বিশ্বেশ্বর হইতেছ, চৈতন্যরূপ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি, সেটুকু স্থিতিই শুদ্ধ হইতেছে তখন অস্ত্র দিকে মন বাইতেছে না, বিশ্বসংসার যখন জড়ের মতন হইয়াছে তখন অবিদ্যা আর থাকে না, তোমার আবার জিজ্ঞাসা করিতে কি আছে ? । ৫ ।

রাজ্য, সম্ভার, স্ত্রী, শরীর আর ধনের প্রতি সম্যক্ প্রকারে আসক্তি থাকিতেও তোমার জন্ম জন্মে নষ্ট হইতেছে । ৬ ।

অর্থের ইচ্ছা, ভাল কৰ্ম্ম করিব বলিয়া ইচ্ছা, বৃথা ; ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্যতীত এই সংসারে যাহা কিছু কর না কেন কিছুতেই মনের বিশ্রাম নাই । ৭ ।

কত কত জন্ম শরীর এবং মনের দ্বারায় করিয়াছ, যাহাতে কেবল কৰ্ম্মই ভোগ করিতেছ তাহা এখনও তোমার ছাড়ে নাই অর্থাৎ এখনও সেই কৰ্ম্ম ভোগ করিতেছ । ৮ ।

ইতি দশম প্রকরণ সমাপ্ত ।

একাদশ প্রকরণম্ ।

অষ্টাবক্র উবাচ ।

ভাবাভাববিকারশ্চ স্বভাবাদিতি নিশ্চয়ী ।

নির্ঝিকারো গতক্লেশঃ স্মৃথেনৈবোপশাম্যতি ॥ ১ ॥

ঈশ্বরঃ সৰ্ব্বনির্মািতা নেহান্ত ইতি নিশ্চয়ী ।

অণুর্গলিতসৰ্ব্বাশঃ শান্তঃ কাপি ন সজ্জতে ॥ ২ ॥

একাদশ প্রকরণ ।

অষ্টাবক্র বলিঃছেন । স্বভ, রজ, তম, ঈড়া পিঙ্গলা, সূক্ষ্মা এই তিন গুণ ; এই তিন গুণের অতীত ক্রিয়ার পর অবস্থাতে প্রাব হয় ; সেই ভাব তখন তোমাতে না থাকে তাহার নাম অভাব ; ভাবের অভাব কেবল মনের বিকারে হয় । ক্রিয়া করিতে করিতে সে সব ছাড়িয়া গিয়া, স্বভাবে আসিয়া ক্রিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে মস্তকে একপ্রকার অনির্বচনীয় ভাব বোধ হয় এবং হৃদয়ে স্থিতি এই শরীরেই অনুভব হয় ; এইরূপ স্থিতি নিশ্চয় হইলে বিকার রহিত হয়, বিকার রহিত হইলে নির্ঝিকার, অর্থাৎ আপনাপনি স্থিতি হয় তখন কোনরূপ ক্লেশ থাকে না । এইপ্রকার সুন্দররূপ ব্রহ্মে থাকিয়া উপশমকে প্রাপ্ত হও । ১ ।

সকল ভূতের নির্মাণকর্তা ঈশ্বর যিনি হৃদয়েতে রহিয়াছেন এই স্থিতি স্বরূপ ব্রহ্ম যাঁহা হইতে পঞ্চতত্ত্ব নির্গত হইয়াছে, সেই তত্ত্বের যজ্ঞের দ্বারা অগ্নিত্ব স্বাবর জগনের উৎপত্তি হয় । ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, এইটিই নিশ্চয় করিয়া জানিলে, সকলে ব্রহ্মের অংশ আছে অবগত হইলে শান্ত হয় ; এবং শান্ত হইলে আর কিছুতে আসক্তি হয় না । ২ ।

আপদঃ সম্পদঃ কালে দৈবাদেরবেতি নিশ্চয়ী ।
 তুণ্ডঃ স্বছেত্রিয়ো নিত্যং ন বাঞ্জতি ন শোচতি ॥ ৩ ॥
 স্মৃৎসুখে জন্মমৃত্যু দৈবাদেরবেতি নিশ্চয়ী ।
 সাম্যদর্শী নিরায়াসঃ কুর্কল্পপি ন লিপ্যতে ॥ ৪ ॥
 চিন্তয়া জায়তে দুঃখং নান্তথেষেহতি নিশ্চয়ী ।
 তয়া হীনঃ সূখী শান্তঃ সর্কত্র গলিতম্পৃহঃ ॥ ৫ ॥
 নাহং দেহো ন মে দেহো বোধোহহমিতি নিশ্চয়ী ।
 কৈবল্যমিব সংপ্রাপ্তো ন স্মরত্যকৃতং কৃতম্ ॥ ৬ ॥
 আত্রক্সত্ত্বপর্যাস্তমহমেবেতি নিশ্চয়ী ।
 নির্বিকল্পঃ শুচিঃ শান্তঃ প্রাপ্তাপ্রাপ্তমুনির্বৃতঃ ॥ ৭ ॥

যদ্যপি ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনাতে আপনি তুণ্ড থাকে, তবে আপদ, সম্পদ, এই দুই দৈবের দ্বারায় হয়, ইহা নিশ্চয় হইলে নিত্যই ইন্দ্রিয় সকল স্বচ্ছ হয়, কোন বিষয়ের ইচ্ছা হয় না এবং কোন বিষয়ে শোচনাও থাকে না । ৩ ।

স্মৃৎ, দুঃখ, দম্ব, মৃত্যু সব দৈবের দ্বারায় হয়, ইহা যিনি নিশ্চয় করিয়াছেন তিনিই সমদর্শী এবং কোন বিষয়ের আশা রাখেন না, তিনি সকল কর্ম করিয়াও নির্লিপ্ত থাকেন । ৪ ।

কোন বিষয়ের উপরে চিন্তা করিলেই দুঃখ, এ বিষয়ের অন্তথা হয় না ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিয়া, সেই সকল চিন্তা রহিত হইয়া সূখী হও এবং শান্ত হও । ৫ ।

দেহ যাহা দেখিতেছে এ দেহ আমার নহে, যদ্যপি দেহ না হইল তব্বে ব্রহ্ম হইল, ব্রহ্মই আমি এই নিশ্চয় করিয়া কৈবল্যের জ্ঞান ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কোন কৃত ও অকৃত বিষয়ের চিন্তা করে না । ৬ ।

আত্রক্সত্ত্ব পর্যাস্ত আমি এই নিশ্চয় করিয়া নির্বিকল্প হইয়া থাক এবং শুচি ও শান্ত হও, প্রাপ্তি ও অপ্ৰাপ্তি উভয়েই সম্বষ্ট হও । ৭ ।

নানাশ্চর্য্যমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী ।
 নির্কাগনঃ স্কুর্তিমাত্রো ন কিঞ্চিদিব শাম্যতি ॥ ৮ ॥
 ইতি একাদশপ্রকরণং সমাপ্তম্ ।

দ্বাদশ প্রকরণম্ ।

জনক উবাচ ।

কায়কৃত্যাসহঃ পূর্কং ততো বাঞ্ছিস্তরাসহঃ ।
 অথ চিন্তাসহস্ত্রাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ১ ॥
 প্রীত্যভাবেন শব্দাদেবদৃশ্যভেদেন চাত্মনঃ ।
 বিক্ষেপৈকাগ্রহৃদয় এবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ২ ॥

এই বিশ্বসংসার নানানতর আশ্চর্য্য হইতেছে এ সমুদায় কিছুই নয়
 এই কৃতনিশ্চয় করিয়া ইচ্ছারহিত, স্কুর্তিযুক্ত হইয়া এ সংসারের সমুদায়
 পদার্থই কিছুই নয় এইরূপ জানিয়া শাম্যতাকে প্রাপ্ত হইয়া ৮ ।

এই জ্ঞানসহ একাদশ প্রকরণ সম্পূর্ণ ।

দ্বাদশ প্রকরণ ৭

জনক বলিতেছেন । শরীর দ্বারা অনেক পরিশ্রম করিলাম এবং কত
 লোকের সঙ্গে কত তর্ক বিতর্ক করিলাম, এবং কিছুদিন বসিয়া চিন্তা
 কত প্রকার করিলাম, কিন্তু এখন এ সকল হইতে রহিত হইয়া এইরূপই
 রহিয়াছি । ১ ।

পঞ্চ তত্ত্বের কোন বিষয়ের প্রীতির অভাব প্রযুক্ত আর আত্মাকে কোন
 শব্দের দ্বারা মা দেখা নিমিত্ত বিক্ষেপ হওয়ার, আপন হৃদয়ে একাগ্র হইয়া
 এইরূপ বসিয়া রহিয়াছি । ২ ।

অষ্টাবক্র সংহিতা ।

মমাধ্যাদি বিক্ষিপ্তৌ ব্যবহারঃ সমাধয়ে ।
 এবং বিলোক্য নিয়মগেবমেবাহমাশ্বিতঃ ॥ ৩ ॥
 হেয়োপাদেয়বিরহাদেবং হর্ষবিষাদয়োঃ ।
 অভাবাদদ্য হে ব্রহ্মেন্নেবমেবাহমাশ্বিতঃ ॥ ৪ ॥
 আশ্রমানাশ্রমধ্যানং চিন্তাস্বীকৃতবর্জ্জনম্ ।
 বিকল্পং মম বীক্ষ্যৈ তরেবমেবাহমাশ্বিতঃ ॥ ৫ ॥
 কৰ্ম্মানুষ্ঠানমজ্ঞানং তথৈবোপরমস্তথা ।
 বুদ্ধা সম্যগিদং তত্ত্বমেবমেবাহমাশ্বিতঃ ॥ ৬ ॥
 অচিন্ত্যং চিন্ত্যমানোহপি চিন্ত্যরূপং ভঙ্গত্যসৌ ।
 ত্যক্ত্বা তস্তাবনং তস্মাদেবমেবাহমাশ্বিতঃ ॥ ৭ ॥

কবে সমাধি হইবে, এইরূপ আশায় কত রকম ব্যবহার করিয়া
 বিবেচনা করিলাম যেমন যেমন শাস্ত্র নিয়ম লিখিত আছে সেইরূপ
 নিয়ম করিলে সর্বাধি হয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়া অবস্থিত রহিলাম । ৩ ।

হে ব্রহ্মন! মম কিছু নাই হর্ষ বিবাদও কিছু নাই, এই অভাব
 প্রযুক্ত এইরূপ স্থিত আছি । ৪ ।

এই আশ্রম আর এই অনাশ্রম, এই করা চাই, আর এইটি ছাড়িয়া
 দেওয়া চাই এ সমুদায় বিকল্প হইতেছে ইহা দেখিয়া স্থির হইয়া
 রহিয়াছি । ৫ ।

অজ্ঞানী ব্যক্তির কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করে ও কৰ্ম্ম ত্যাগ করে এইরূপ তত্ত্ব
 সম্যক প্রকারে বোধ করিয়া এইরূপ স্থির আছি । ৬ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে অচিন্ত্যরূপ, সেই অচিন্ত্যকে যদি চিন্তা করি
 তাহা হইলে চিন্তাকেই ভজনা হইল, তন্নিমিত্ত তাহার যে ভাবনা অর্থাৎ
 আমার ক্রিয়ার পর অবস্থা হউক এইরূপ যে চিন্তা তাহাও ত্যাগ করিয়া
 আশ্রম স্থির হইয়া বসিয়া আছি । ৭ ।

এবমেব কৃতং যেন স কৃতার্থো ভবেদগৌ ।

এবমেব স্বভাবো যঃ স কৃতার্থো ভবেদসৌ ॥ ৮ ॥

ইতি দ্বাদশ প্রকরণং সমাপ্তম্ ।

ত্রয়োদশ প্রকরণম্ ।

জনকঃ পুনরুবাচ ।

অকিঞ্চনভবং স্বাস্থ্যং কৌপীনহেহপি দুর্লভম্ ।

ত্যাগাদানে বিহায়াম্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ১ ॥

কুত্রাপি খেদঃ কায়স্ত জিহ্বা কুত্রাপি খিদ্যতে ।

মনঃ কুত্রাপি তত্য়জ্জ পুরুষার্থে স্থিতঃ সুখম্ ॥ ২ ॥

এইরূপ যিনি করেন আর এইরূপ করা বাহার স্বভাবত হইয়া যায় তিনই কৃতার্থ । ৮ ।

দ্বাদশ প্রকরণ সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশ প্রকরণ ।

জনক বলিতেছেন । ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আমার কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকে না কারণ তখন আমি নাই । এইরূপ আপনাতে আপনি থাকিলে, কৌপিনেরও আশা থাকে না, ত্যাগ আর গ্রহণ এই দুইকেই ত্যাগ করিয়া আমি যথাসুখে আছি । অর্থাৎ এই অবস্থাতে যেকোন সুখ হয় সেইরূপ আছি । ১ ।

কখন শরীরে আঘাত লাগিলে খেদ কখন হৃদয় বস্তুর ত্যাগাদ করিবার জন্ত জিহ্বার খেদ । কখন পুরুষকে মন দুঃখিত এ সকল ত্যাগ করিয়া দিয়া ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়া পর অবস্থায় স্থিত হইয়া সুন্দর-রূপ বন্ধে আছি । ২ । .

ক্লভং কিমপি নৈব স্যাৎ দিত্তি সঞ্চিন্ত্য তদ্বৃত্তঃ ।
 যদা যৎ কর্ত্ত্ব মায়াতি তৎ ক্লভাসে যথাসুখম্ ॥ ৩ ॥
 কৰ্ম্মনৈকৰ্ম্ম্যানির্ক্লভাবাদ্বেহস্বযোগিনঃ ।
 সঙ্গাৎ সংযোগবিরহাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ৪ ॥
 অর্থানর্থান মে স্থিত্যা গত্যা বা শয়নে ন বা ।
 তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ তস্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ৫ ॥
 স্বপতো নাস্তি মে হানিঃ সিন্ধিৰ্ভুবতো ন বা ।
 নাশোল্লাসৌ বিহয়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ৬ ॥

যাহা কিছু করিয়াছি তাহা কিছুই নয় কারণ তব্বাতীত ব্রহ্ম সকলেতেই
 আছেন, যে কিছু কর্ম্ম করিয়াছি তাহার মধ্যেও ব্রহ্ম রহিয়াছেন, আর যে
 কর্ম্ম যখন অবশ্য হইয়া করিতে উদ্যত হই সেই কর্ম্মের মধ্যেও ব্রহ্ম
 জানিয়া করি এবং মন নিশ্চল করিয়া সুন্দররূপ ব্রহ্মে থাকি । ৩ ।

সকল কর্ম্ম আশ্রয় করি কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া করি, তন্নিমিত্ত
 আমি বন্ধ নহি এই ভাব যে যোগীদের দেহেতে আছে তদ্রূপ সঙ্গের
 সংযোগ রহিত হইয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেই অবস্থায় থাকিয়া সুন্দররূপ
 ব্রহ্মে রহিয়াছি । ৪ ।

কোন অর্থও নাই কোন অনর্থও নাই অর্থাৎ কোন রূপেতেও নাই
 বা কোন নিরাকারেও নাই, অথচ স্থিতিতে আছি কিম্বা গমন করিতেছি
 অথবা শয়ন করিয়া আছি, থাকা, যাওয়া, শোয়া সকল করিতেছি অথচ
 কিছুই করিতেছি না; কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি থাকতে কিছু
 করিয়াও কিছু করি নাই, যেমত কোন ব্যক্তি নেশাতে মত্ত হইয়া কোন
 কর্ম্ম করিয়া পরে নেশান্তে বলে কৈ আমিও কিছু করি নাই, তদ্রূপ এই
 প্রাকৃতিক বিচিত্র দশা প্রাপ্ত হইয়া সুন্দররূপ ব্রহ্মে আছি । ৫ ।

শয়ন করিলেও আমার কোন হানি নাই কারণ যখন দেখি তখনই
 ক্রিয়ার পর অবস্থায় রহিয়াছি আর কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে
 তাহার হানি হইতেছে বলিয়া বোধ হইত, যখন কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা

চতুর্দশ প্রকরণম্ ।

সুখাদিরূপানিয়মং ভাবেষালোক্য ভুরিশঃ ।

শুভাশুভে বিহারাস্মাদহমানে যথাসুখম্ ॥ ৭ ॥

ইতি যথাসুখসম্পকং নাম ত্রয়োদশপ্রকরণম্ ।

চতুর্দশ প্রকরণম্ ।

জনক উবাচ ।

প্রকৃত্যা শূন্যচিত্তো যঃ প্রমাদস্তাবভাবনঃ ।

নিদ্রিতো বোধিত ইব ক্ষীণসংসরণো হি সঃ ॥ ১ ॥

নাই, তখন আমার কোন হানি নাই, কোন বিষয়ের সিদ্ধির ইচ্ছা থাকিলে যত্নবান হইতাম, যখন কোন সিদ্ধিরই ইচ্ছা নাই এবং সিদ্ধি হইলে যে উল্লাস প্রাপ্ত হইব তাহারও ইচ্ছা নাই ইহা সব পরিত্যাগ করিয়া (যে পরিত্যাগ আপনাপনি হইয়াছে) * এইরূপ অবস্থাতে থাকিয়া সুন্দররূপ ব্রহ্মেতে আছি । ৬ ।

সুখ হুংথের অনিয়ম দেখিতেছি, এইরূপ সুখ হুংথ অনেকরূপ হয় দেখিয়া, শুভ এবং অশুভ দুই ত্যাগ করিয়া (যে ত্যাগ ক্রিয়া করিতে করিতে আপনাপনি হয়) এইরূপ অবস্থাতে থাকিয়া সুন্দররূপ ব্রহ্মেতে আছি । ৭ ।

এই যথা সুখ সম্পক নামক ত্রয়োদশ প্রকরণ সমাপ্ত ।

চতুর্দশ প্রকরণ ।

জনক কহিলেন । পরমতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি অহংকার ইহাতে পুষ্কিয়া ষাটার চিত্ত শূন্য থাকে, জ্ঞান যে কেহ প্রকৃষ্টরূপে মত্ত সে সদা সুন্দরদাই নিদ্রিত বোধিতের স্থায় সংসারের ভাবের ভাবনাতে শূন্যের মতন দেখে নিদ্রিত বোধিতের স্থায় সে সংসারের বাসনা বিরহিত হয় । ১ ।

ক ধনানি ক মিত্রানি ক মে বিষয়দম্ভবঃ ।
 ক শাস্ত্রং ক চ বিজ্ঞানং যদা মে গলিতা স্পৃহা ॥ ২ ॥
 বিজ্ঞাতে সাক্ষিপুরুষে পরমাত্মনি চেশ্বরে ।
 নৈরাশ্রে বন্ধমোক্ষে চ ন চিন্তা মুক্তয়ে মম ॥ ৩ ॥
 অন্তর্বিবক্লশূন্যস্য বহিঃ স্বচ্ছন্দচারিণঃ ।
 ভ্রাস্তস্যেব দশান্তান্তান্তাদৃশা এব জানতে ॥ ৪ ॥
 ইতি শান্তিচতুষ্কং নাম চতুর্দশপ্রকরণম্ ।

পঞ্চদশ প্রকরণম্ ।

অষ্টাবক্র উবাচ ।

যথাতথোপদেশেন কৃতার্থঃ নঙ্গবুদ্ধিমান্ ।
 অস্বপ্নমপি জিজ্ঞাসুঃ পরস্তত্র বিমুহ্যতি ॥ ১ ॥

ধন, মিত্র এবং আমার বিষয় কোথায়, আর শাস্ত্র ও বিজ্ঞানই বা কোথায়, যখন আমার ইচ্ছা গলিয়া গিয়াছে। ২।

সাক্ষী স্বরূপ পরমাত্মা দেশরূপে জানিলাম; বন্ধ হইবার কি মোক্ষ হইবার আশা নাই; তন্নিমিত্ত মুক্তি হইবার কোন চিন্তা নাই। ৩।

ভিতবৎতে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই নাই, এইরূপ শূন্য ভাবিত ভাবে থাকিয়া বাহিরে যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন এই এক বিচিত্র দশা যাহার হইয়াছে সেইরূপ লোকই জানে। ৪।

এই শান্তি চতুষ্ক নামক চতুর্দশ প্রকরণ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ প্রকরণ ।

অষ্টাবক্র কহিলেন। স্বপ্নরূপে যাহার বুদ্ধি আছে তিনি কোন এক উপদেশে কৃতার্থ হইতে পারেন, আর যিনি চিরকাল জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াই-
 তেছেন, তিনি মুগ্ধ হন। ১।

মোক্ষো বিষয়বৈরম্যং বক্ষো বৈষয়িকো রমঃ ।
 এতাবদেব বিজ্ঞানং যথেষ্টনি তথা কুরু ॥ ২ ॥
 বাগ্নিপ্রাজ্ঞমহোদ্যোগং জনং মুকং জড়ালসম্ ।
 কেরোতি তত্ত্ববোধোহয়মতন্ত্যক্তো*বুভুক্ষুভিঃ ॥ ৩ ॥
 ন ত্বং দেহো ন তে দেহো ভোক্তা কর্তা ন বা ভবান্ ।
 চিত্তপোহসি সদা সাক্ষী নিরপেক্ষঃ সুখং চর ॥ ৪ ॥
 রাগদ্বেষৌ মনোপর্শ্মো ন মনস্তে কদাচন ।
 নির্ঝিকল্লোহসি বোধাত্মা নির্ঝিকারঃ সুখং চর ॥ ৫ ॥

যাহার বিষয়ে শক্রতা ভাব আছে তিনি মুক্ত যাহার বিষয়ের রস
 বোধ আছে তিনি বদ্ধ, ইহা বিশেষরূপে জানিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহা
 কর । ২ ।

যিনি অনেক কথা কন অর্থাৎ যিনি বাকচতুর, আর যিনি প্রাজ্ঞ,
 এবং মহোদ্যোগী, মুক, জড়, অলস এক একে করে অর্থাৎ বাকচতুরকে
 মুক করে, প্রাজ্ঞকে জড় করে, আর মহোদ্যোগীকে অলস করে। তদ্বের
 বোধ হইলে এইরূপ হয় অর্থাৎ সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইলে হয়। অতএব
 বিষয়াসক্ত সকল ব্যক্তি এই ব্রহ্ম পদ হইতে বিব্রত থাকে । ৪-

তুমি দেহ নহ এবং তোমার দেহ নহে, তুমি ভোক্তা নহ, কর্তাও নহ,
 চিত্তপ কূটস্থের স্বরূপ, সদা সাক্ষিস্বরূপ, নিরপেক্ষ স্বরূপ, ব্রহ্মে সুন্দররূপ
 চরণ কর । ৪ ।

যখন কোন ইচ্ছা হয় সেই ইচ্ছার পূরণ না হইলে দ্বেষ হয়, রাগ আর
 দ্বেষ দুইই মনের ধর্ম ; কিন্তু মন যে সে তোমার নয়, মনেতে হাঁ এবং না
 দুই নাই, অর্থাৎ সেই মনই নির্বিকল্প হইতেছে। মন আত্মাতে দীর্ঘায়ী,
 আত্মার যখন বোধ হয় সেই বোধ হইবার লক্ষণ ; এই ক্রিয়ার পর অবস্থায়
 যেরূপ স্থিতিবোধ সেইরূপ স্থিতি অথচ সূক্ষ্মরূপে চলিতেছে, সব ক'রে
 অথচ কিছু করে না, কোন দিকে মন ইচ্ছা পূর্বক লইয়া যায় না এইরূপ
 নির্বিকার হইয়া সুন্দররূপে ব্রহ্মতে চরণ কর । ৫ ।

সৰ্বভূতেষু চাত্মানং সৰ্বভূতানি চাত্মনি ।

বিজ্ঞায় নিরহঙ্কারো নিৰ্মমস্বং সুখী ভব ॥ ৬ ॥

বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে ।

ত্বং ত্রমেব ন সন্দেহশ্চিন্মূৰ্ত্তে বিশ্বরো ভব ॥ ৭ ॥

শ্রদ্ধংস্ব তাত শ্রদ্ধংস্ব নাত্র মোহং কুরু প্রভো ।

জ্ঞানস্বরূপো ভগবানাত্মা ত্বং প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ৮ ॥

তোমার যে আত্মা সেই আত্মাই সকল ভূতেতে আছেন স্তবরাং সকল ভূতের আত্মা তোমার আত্মাতে আছে, তুমিই সৰ্ব আত্মার জগন্নাথ হইতেছ। এইটি বিশেষরূপ জানিয়া অর্থাৎ একই আত্মা সকল ভূতে থাকায় আত্ম জ্ঞান হইলে সকল ভূতের মধ্যে যখন যাহা হয় সকলি নিজের মনের ভাব জানির মতন সকলের মনের ভাব জানিতে পারেন। আর সৰ্ব্বজ্ঞ যিনি সকল ভূতে অনুপ্রবেশ করিয়া সকল ভূতের গুণ ও ক্রিয়া জানিতে পারেন এং তাহাদের সংযোগ বিয়োগে যে ফল তাহাও জানেন। সৰ্ব শক্তিমান যিনি সকল কৰ্ম করিবার ক্ষমতা রাখেন এইটি অনিচ্ছার ইচ্ছার দ্বারায়, গাঢ় ক্রিয়া দ্বারায় অগুর অণু যখন আপনাকে জানি তখন আত্ম তোমার অহংকার কোথায়, কার্যেই তুমি নিরহংকার হইলে, তুমি যখন কিছু নও তখন তোমার কিছু নয় এইরূপ সুন্দর ব্রহ্ম হও । ৬ ।

এই বিশ্ব সংসার সমুদ্রের ঢেউর মতন তরঙ্গ অর্থাৎ একবার হইতেছে ও একবার যাইতেছে এই দেখিয়া তোমার ক্লেশ বোধ হইতেছে সেই সব যাহা দেখিতেছে সে তুমিই হইতেছ, তুমি না থাকিলে বিশ্বসংসারই নাই, চিন্মূৰ্ত্তি কূটস্থের স্বরূপ হইতেছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এই জানিয়া ক্লেশ হইতে রহিত হও । ৭ ।

তুমি কূটস্থস্বরূপ তাহাতে শ্রদ্ধা কর, বারম্বার বলিতেছি তাহাতে শ্রদ্ধা কর, বারম্বার বলিবার তাৎপর্য্য যে শ্রদ্ধাই ব্রহ্মের স্বরূপ হইতেছে, এই শ্রদ্ধা হইতে মোহিত হইও না, কারণ তুমিই কূটস্থ প্রভুর স্বরূপ

গুণৈঃ সংবেষ্টিতো দেহস্তিষ্ঠত্যায়াতি য়াতি চ ।

আত্মা ন গম্ভা নাগম্ভা কিমেনগনুশোচসি ॥ ৯ ॥

দেহস্তিষ্ঠতু কল্পান্তং গচ্ছত্বদৈব বা পুনঃ ।

ক বুদ্ধিঃ ক চ বা হানিস্তব চিন্মাত্ররূপিণঃ ॥ ১০ ॥

ত্বয়নন্তমহাস্তোর্থো বিশ্ববীচিঃ স্বভাবতঃ ।

উদেতু বাস্তুমায়াতু ন তে বুদ্ধির্ন বা ক্ষতিঃ ॥ ১১ ॥

তাত চিন্মাত্ররূপেৎসি ন তে ভিন্নমিদং জগৎ ।

অতঃ কস্য কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা ॥ ১২ ॥

একস্মিন্নব্যয়ে শাস্তে চিদাকাশেহমলে হয়ি ।

কুতো জন্ম কুতঃ কৰ্ম কুতোহহঙ্কার এব চ ॥ ১৩ ॥

হইতেছে, এইরূপ জ্ঞান স্বরূপ ভগবান আত্মা তুমিই হইতেছে, এবং তুমি পঞ্চ তত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, অহংকারের পর হইতেছ । ৮ ।

এই দেহ গুণ বিশিষ্ট হইতেছে, কত রকম নাচ আছে কাঁচেতে বেষ্টিত, এই দেহ কিছুদিন রহিয়াছে, যাচ্ছে এবং আসিতেছে, আত্মা স্থিরভাবে রহিয়াছেন, তিনি না যান না আসেন, তুমি কেন আপনার নিমিত্ত অনুশোচনা করিতেছ । ৯ ।

কল্পান্ত পর্য্যন্ত এই দেহ প্লাবুক বা আজই এই দেহ যাক, তোমার তাহাতে ক্ষতি বুদ্ধি কি ? তুমিত কুটস্থ চিন্মাত্র স্বরূপ হইতেছ । ১০ ।

তোমার অনন্ত মহাসমুদ্রের সংসার রূপ ঢেউ স্বভাবত হইতেছে, একবার হইতেছে একবার যাইতেছে তোমার তাহাতে ক্ষতি বুদ্ধি কি ? ১১ ।

বৎস ! তুমিত চিন্মাত্র কুটস্থস্বরূপ, তুমি জগন্ময়, তোমা ছাড়া জগৎ নয়, অতএব এই ভাল মন্দ বলিয়া যে কল্পনা করিতেছ তাহা কাটকট ? কি প্রকার, আর কোথায় বা ? যখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং হইতেছে তখন ত ভাল মন্দ কিছুই নাই । ১২ ।

যখন জিয়ার পর অবস্থায় এক হইয়া গিয়াছে এক হইয়া গেগেই

যন্ত্ৰং পশ্চসি তত্রৈবক্ৰমমেব প্রতিভাগসে ।
 কিং পৃথগ্ভাগতে স্বর্ণাৎ কটকাদনুপুরম্ ॥ ১৪ ॥
 অয়ং সোহহময়ং নাহং বিভাগমিতি সন্ত্যজ্জ ।
 সৰ্গমাভ্লেতি নিশ্চিত্য নিঃসংকল্পঃ স্মখী ভব ॥ ১৫ ॥
 ততৈবাজ্ঞানতো বিশ্বং ত্রমেকঃ পরমার্থতঃ ।
 ত্ততোহস্মো নাস্তি সংসারী নাসংসারীচ কশ্চন ॥ ১৬ ॥
 ভ্রান্তিমাত্রমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী ।
 নির্কামনঃ স্মৃতিমাত্রো ন কিঞ্চিদিব শাম্যতি ॥ ১৭ ॥
 এক এব ভবাস্তাধাবাসাদস্তি ভবিষ্যতি ।
 নং তে বন্ধোহস্তি মোক্ষো বা কৃতকৃত্যঃ স্মখং চর ॥ ১৮ ॥

অক্ষয় অবিনাশী, শান্ত চিদাকাশ, অমর, তুমিই হইতেছ, তোমার আবার জন্ম, কৰ্ম ও অহংকার কোথায় ? ১৩ ।

যাহা তুমি দেখিতেছ সকলি ত এক ব্রহ্ম ; যেমন স্বর্ণ একই, অলঙ্কার গঠন ভেদ মাত্র । ১৪ ।

এই আমি, উঁহা আমি নহি এই বিভাগকে 'ত্যাগ কর, সবই আমি এইটি নিশ্চয় করিয়া নিঃসঙ্কল্প হইয়া স্মন্দরূপ ব্রহ্ম হও । ১৫ ।

তোমাতে তুমি না থাকাতেই এই বিশ্বব্রহ্মসার আর তোমাতে তুমি থাকিলেই তুমি পরমার্থস্বরূপ ; তোমা ছাড়া অস্ত্র কিছুই নাই, তুমিই সংসারী আর তুমিই অসংসারী ; তুমি অস্ত্র দিকে মন দিলে সংসারী আর তোমাতে তুমি থাকিলে অসংসারী হইতেছ । ১৬ ।

এই বিশ্ব সংসার কেবল ভ্রমমাত্র হইতেছে ; ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিও ইহা কিছুই নয় । ইহা কেবল তোমার ইচ্ছাতেই সব হইতেছে, ইচ্ছা রহিলেইলে তোমার মনের স্মৃতি হইবে, এ জগৎ সংসার কিছু নহে, কারণ সবই ব্রহ্মময় ; ব্রহ্ম ব্যতীত কোন বস্তু নাই, তুমি ইচ্ছা কাহার করিবে, সব ব্রহ্মময় জ্ঞান হইলে সাম্যতাকে প্রাপ্ত হইল । ১৭ ।

'একই ব্রহ্ম স্বরূপ ভবসংসার সমুদ্র হইতেছে ইহাই ছিল, আছে ও

মা সংকল্পবিকল্পাভ্যাং চিত্তং ক্ষোভয় চিন্ময় ।
 উপশাম্য স্মৃৎ তিষ্ঠ স্বাত্মন্যানন্দবিগ্রহে ॥ ১৯ ॥
 ত্যজ ধ্যানং হি সৰ্বত্র মা কিঞ্চিদ্ধৃদি ধারয় ।
 আত্মা ত্বং মুক্ত এবাসি কিং বিমুখ্য করিষ্যসি ॥ ২০ ॥
 ইতি তত্ত্বোপদেশবিংশকং নাম পঞ্চদশপ্রকরণম্ ।

ষোড়শ প্রকরণম্ ।

অষ্টাবক্র উবাচ ।

আচক্ষু শৃণু বা তাত নানাশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ ।
 তথাপি ন তব স্বাস্থ্যং সৰ্ববিস্মরণাদৃতে ॥ ১ ॥

হইবে। তোমার বন্ধনও নাই মোক্ষও নাই এইরূপ কৃতকৃত্য হইয়া
 স্মৃথে বিচরণ কর। ১৮ ।

চিন্ময় কূটস্থ ব্রহ্মরূপ সৰ্বব্যাপক তুমি হইতেছ, তোমাকে আমি
 বলিতেছি তুমি সংকল্প বিকল্প দ্বারা কেন ক্ষোভমান হইতেছ ? এই
 ক্ষোভকে উপশমন করিয়া সংকল্প বিকল্প ছাড়িয়া স্মন্দরূপ ব্রহ্মে থাক ;
 সেই ব্রহ্মে থাকিয়া আত্মানন্দ ভোগ কর। ১৯ ।

সৰ্বত্রের ধ্যান কিছুই হৃদয়ে ধারণা করিও না, তুমি আত্মা, তুমি মুক্ত,
 তুমি চিন্তা করিয়া কি করিবে ? । ২০ ।

এই তত্ত্ব উপদেশ নামক পঞ্চদশ প্রকরণ সমাপ্ত ।

ষোড়শ প্রকরণ ।

অষ্টাবক্র বলিতেছেন। তুমি হাজার শাস্ত্র পড় কিম্বা শুন, তোমার
 স্বাস্থ্য, সব বিস্মরণ না হইলে হইবে না, আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় না
 থাকিলে বিস্মরণও হয় না । ১ ।

ভোগং কৰ্ম্ম সমাধিং বা কুরু বিজ্ঞ তথাপি তে ।
 চিত্তং নিরস্তসৰ্ম্মাশমত্যাং রোচয়িষ্যতি ॥ ২ ॥
 আয়াসাৎ সকলো দুঃখী নৈনং জ্ঞানাতি কশ্চন ।
 অনেনৈবোপদেশেন ধন্যঃ প্রাপ্নোতি নিবৃত্তিম্ ॥ ৩ ॥
 ব্যাপারে খিদ্যাতে যন্ত নিমেষোন্মেষয়োরপি ।
 তস্থালশ্চধুরীগন্য সুখং নান্যস্য কস্যাচিৎ ॥ ৪ ॥
 ইদং ক্লান্তমিদং নেতি দ্বৈন্দ্বনুক্তং যদা মনঃ ।
 ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষেষু নিরপেক্ষং তদা ভবেৎ ॥ ৫ ॥
 বিরক্তো বিষয়দ্রেষ্ঠা রাগী বিষয়লোলুপঃ ।
 গ্রহমোক্ষবিহীনস্ত ন বিরক্তো ন রাগবান্ ॥ ৬ ॥

তুমি ভোগকৰ্ম্মসমাধিবিজ্ঞ হইয়া যাহা কিছু কর, চিত্ত আশা রহিত না হইলে কিছুই হইবে না । ২ ।

ইচ্ছা করাত্তেই দুঃখ হয় কিন্তু এ কেহই জানে না, যে ব্যক্তি এই উপদেশের দ্বারা নিবৃত্তিকে পায়, সেই ধন্য । ৩ ।

কোন প্রকার ব্যাপার করিতে ক্ষিদ্যমান হয় এবং চক্ষের নিমেষ ফেলিতে এবং চক্ষের নিমেষ তুষ্টিতেও ইচ্ছা করে না, এমনত যে ব্যক্তি সেই সুধীর, আলসে হইতেছে, সেই সুন্দররূপ ব্রহ্মেতে আছে, তাহার তুল্য অত্র কেহ সুখী নহে । ৪ ।

এই কৰ্ম্ম করা হইয়াছে আর এই কৰ্ম্ম করা হয় নাই এইরূপ দ্বন্দ্ব চিন্তা যখন নাই তখনই মোক্ষ, তখন ধৰ্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষেতে নিরপেক্ষ হয় । ৫ ।

বিরক্ত তিনি বিষয়কে দ্বেষ করিতেছেন, আর যিনি অমুরাগী জিহ্বা বিষয়ের লোভ করিতেছেন, গ্রহণ আর ত্যাগ এই দুই রহিত যে ব্যক্তি তিনি বিরক্ত নহেন আর রাগবান নহেন, ইহা বাহার হইয়াছে তিনি বুঝিতে পারেন নতুবা একরূপ বলাতে বা একরূপ লিখাতে কেহ বুঝিতে পারিবেন না । ৬ ।

হেয়োপাদেয়তা তাবৎ সংসারবিটপাকুরঃ ।
 স্পৃহা জীবতি যাবদৈ নির্বিচারদশাস্পদম্ ॥ ৭ ॥
 প্রবৃত্তৌ জায়তে রাগো নিরৃত্তৌ ঘেষ এব হি ।
 নিদ্বন্দ্বো বালবৎ ধীমান্ এবমেব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৮ ॥
 হাতুমিচ্ছতি সংসারং রাগী দুঃখজিহাসয়া ।
 বীতরাগো হি নিদ্বুঃখস্তশ্মিন্নপি ন খিদ্যাতে ॥ ৯ ॥
 যস্যাভিমানো মোক্ষেহপি দেহেহপি মমতা তথা ।
 ন বা জ্ঞানী ন বা যোগী কেবলং দুঃখভাগসৌ ॥ ১০ ॥

যে পর্য্যস্ত ভালমন্দর বিচার এবং ইচ্ছা রহিয়াছে সে পর্য্যস্ত উপযুক্ত ব্যক্তির সংসাররূপ গাছের অকুর আছে, অতএব ভালমন্দের বিচার ও ইচ্ছা রহিত হওয়াতে যে দশা হয় সেই আশ্পদ হইতেছে। সে বিচিত্র দশা হইতেছে । ৭ ।

কোন দিকে মন দিলে অহুরাগ হয়, সেই অহুরাগকে ঘেষ করিলে নির-
 ছুরাগ অর্থাৎ নিবৃত্তি বলা যায়, এই নিবৃত্তি ও নিবৃত্তি হইলে মন যাওয়ার
 ঘন্দ হয়, এই দুই রহিত হইয়া বুদ্ধিমান যিনি তিনি বালকের এই দশা প্রাপ্ত
 হইয়া এইরূপ অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ কিছুর্তেই ইচ্ছা বা অনিচ্ছা করেন
 না। হৃয়ের বাহির যেমত হইয়া উঠে তাহাই করেন, এই এক বিচিত্র
 দশা হইতেছে । ৮ ।

দুঃখ নিবারণের জন্ত যিনি সংসারকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে চান,
 অজ্ঞত্রে যাইলে সূৰ্ব্ব পাইব এইকপ ইচ্ছা থাকাত্তে তিনি বন্ধ ; এই সংসারের
 থাকিয়া যিনি ইচ্ছা রহিত হয়েন তাহার কোন দুঃখ নাই । ৯ ।

যাহার প্রকৃপ অভিমান আছে যে আমি মূৰ্খ হইয়াছি অথচ দেহেতে
 মমতা রহিয়াছে, সে জ্ঞানীও নয়, সে যোগীও নয়, সে কেবল দুঃখের ভাগী
 হইতেছে । ১০ ।

হরো যদ্যুপদেষ্টা তে হরিঃ কমলজোহপি বা ।

তথাপি তব ন স্বাস্থ্যং সর্ষ বিস্মরণাদৃতে ॥ ১১ ॥

ইতি বিশেষোপদেশৈকাদশকং নাম ষোড়শপ্রকরণম্ ।

সপ্তদশ প্রকরণম্ ।

অষ্টাবক্র উবাচ ।

তেন জ্ঞানফলংপ্রাপ্তং যোগাভ্যাসফলং তথা ।

তৃণ্ডঃ স্বচ্ছেদ্রিয়ো নিত্যমেকাকী বসতে তু যঃ ॥ ১ ॥

ন কদাচিৎ জগত্যস্মিন্‌স্তত্ত্বজ্ঞো হস্ত খিদ্যাতে ।

যত্র একেন তেনেদং পূর্ণং ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলম্ ॥ ২ ॥

ন জাতু বিষয়াঃ কেহপি স্বারামং হর্ষয়ন্ত্যমী ।

সল্লকীপল্লবপ্রীতমিবেভং নিস্বপল্লাবাঃ ॥ ৩ ॥

ইচ্ছা রহিত না হইলে হরি, শিব, ব্রহ্মা যদ্যপি সাক্ষাতে তোমাকে উপদেশ করেন তবুও তোমার স্বাস্থ্য হইবে না । ১১ ।

বিশেষোপদেশ নামক একাদশ ষোড়শ প্রকরণ সমাপ্ত ।

সপ্তদশ প্রকরণ ।

অষ্টাবক্র বলিতেছেন । যাহার মন সেই জ্ঞান এবং যোগাভ্যাসের ফল প্রাপ্ত হইয়াছে কিরার পর অবস্থাতে তৃণ্ড আছে স্মৃতরাং তাহার ইঞ্জিরগণ স্বচ্ছ হইতেছে । নিত্যই একাকী সে রমণ করিতেছে । ১ ।

জগতে যাহার এক ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে সে কখনই ক্ষিদ্যমান হয় না ; তাহার ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল এক ব্রহ্মেতেই রহিয়াছে । ২ ।

সল্লকী পল্লব ভক্ষণ করিতে হস্তিশাবকেরা যেরূপ প্রীত হয় ; সেইরূপ নিস্বপল্লব খাইতে প্রীত হয় না । ব্রহ্মানন্দে আনন্দিত যে সকল ব্যক্তি তাহারা বিষয়ানন্দে তজ্জপ প্রীতি বোধ করে না । ৩ ।

যন্ত ভোগেষু ভুক্তেষু ন ভবত্যধিবাসিতঃ ।
 অভুক্তেষু নিরাকাজ্জী তাদৃশো ভবদুর্লভঃ ॥ ৪ ॥
 বুভুক্কুরিহ সংসারে মুমুক্কুরপি দৃশ্যতে ।
 ভোগমোক্ষনিরাকাজ্জী বিরলো হি মহাশয়ঃ ॥ ৫ ॥
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু জীবিতে মরণে তথা ।
 কস্যাপ্যদারচিত্তস্য হেয়োপাদেয়তা নহি ॥ ৬ ॥
 বাঞ্ছা ন বিশ্ববিলয়ে ন দ্বেষস্তস্য চ স্থিতৌ ।
 যথা জীবিকয়া তস্মাৎ ধন্য আস্তে যথাসুখম্ ॥ ৭ ॥
 কৃতার্থোহনেন জ্ঞানেন হ্বেবং গলিতধীঃ কৃতী ।
 পশ্যন্ শৃণুন্ স্পৃশন্ জিহ্নস্বপ্নাস্তে যথাসুখম্ ॥ ৮ ॥
 শৃণ্ব্য দৃষ্টিব্রথা চেষ্টা বিফলানীন্দ্রিয়াণি চ ।
 ন স্পৃহা ন বিরক্তিকী ক্ষীণসংসারমাগরে ॥ ৯ ॥

বাহার ভোগেতে ইচ্ছা নাই, অভোগেরও আকাজ্জনা এইরূপ ব্যক্তি
 অতি দুর্লভ । ৪ ।

ভোগ করিতে ইচ্ছাও মুক্ত হইতেও ইচ্ছা এইরূপ লোকই এসংসারে
 প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, ভোগ আর মোক্ষের ইচ্ছা করেন না এমন
 লোক বিরল, তিনি মহাশয় । ৫ ।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জীবন, মরণ, ভাল-মন্দ তিনিই সকলেতে সমান,
 এমনতরকোন উদাহরণ চিন্তের হইতেছে । ৬ ।

এসংসার বিলয় হইয়া যাক্ এরূপও ইচ্ছা করেন না এবং ইহা যেরূপ
 আছে তাহাতেও দ্বেষ করেন না, যেমত জীবিকা আছে তাহাই খেয়ে পরে
 থাকেন এমনত ব্যক্তি দ্বন্দ্ব এবং সুখী । ৭ ।

এই উপযুক্ত জ্ঞানের দ্বারা বাহার বুদ্ধি এবং কস্ম হহতে কৃতার্থতা
 হইয়াছে সে ব্যক্তি যথা সুখে দেখে, শুনে, স্পর্শ করে, ভ্রাণ করে এবং খায় ।
 অর্থাৎ তিনি সমস্ত করিয়া কিছু করেন না । ৮ ।

তিনি অর্থাৎ উপযুক্ত ব্যক্তি বাহা কিছু দেখেন সে বুখাই তাহার দৃষ্টি ;

ন জাগতি ন নিদ্রাতি নোগ্নীলতি ন মীলতি ।
 অহো পরদশা কাপি বর্ষতে মুক্তচেতসঃ ॥ ১০ ॥
 সর্কত্র দৃশ্যতে স্বস্থঃ সর্কত্র বিমলাশয়ঃ ।
 সর্কত্র বাসনামুক্তো মুক্তঃ সর্কত্র রাজতে ॥ ১১ ॥
 পশ্যন্ শৃণুন্ স্পৃশন্ জিহ্বমশ্বন্ গৃহ্নন্ বদন্ ব্রজন্ ।
 ঐহিতানীহিতৈর্মুক্তো মুক্তএব মহাশয়ঃ ॥ ১২ ॥
 ন নিন্দতি ন চ স্তোতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি ।
 ন দদাতি ন গৃহ্নাতি মুক্তঃ সর্কত্র নীরসঃ ॥ ১৩ ॥

কারণ তাঁহার দৃষ্টি শূন্যে ব্রজ্ঞে রহিয়াছে এবং ইঞ্জির সকলের চেষ্ঠা বিফল হইতেছে, কারণ তাঁহার দৃষ্টি ব্রজ্ঞেতে রহিয়াছে এই সংসারে তাহার কোন বিষয়ের বিরক্তি ও ইচ্ছা নাই । ৯ ।

তিনি জাগ্রতও নহেন, নিদ্রিতও নহেন, তাঁহার চক্ষু উন্মীলিতও নহে, মীলিতও নহে । হায়! হায়! এরূপ পরম দশা কোন মুক্ত চিত্তের হয়, এ বড় আশ্চর্য্যের কথা; যাহার হইয়াছে সেই জানে । ১০ ।

সেই উপর্যুক্ত ব্যক্তিকে সর্কত্রে স্বস্থ দেখিতে পাইবে এবং সর্কত্রে বিমলাশয় অর্থাৎ সরল এবং ইচ্ছা রহিত সর্কত্রে বিরাজমান । ১১ ।

ঐ উপর্যুক্ত ব্যক্তি, যিনি দেখেন, শুনেন, হর্ষ করেন, ভুঁকেন, খান, গ্রহণ করেন, বলেন, চলেন, সমস্ত কার্য্যই করেন, ইচ্ছা রহিত হইয়া, তিনিই মুক্ত এবং তিনিই মহাশয় হইতেছেন । ১২ ।

ঐ উপর্যুক্ত ব্যক্তি তিনি নিন্দা ও স্তব কাহারও করেন না; হর্ষিতও হন না, কপিতও হন না, কাহাকেও কিছু দেন না, কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ করেন না, এমত যে ব্যক্তি তিনি মুক্ত, তাঁহার কোন বিষয়ে এবং সর্কত্রে রস নাই, কারণ তাঁহার সাধারণ সংসারের রসকে অরস বলিয়া বিবেচনা হইয়া গিয়াছে যখন তিনি সব রসের রস যে ব্রজ্ঞ তাঁহাকে পাইয়াছেন ও তদ্ভূপ হইয়াছেন । ১৩ ।

সানুরাগাৎ ক্রিয়ং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং বা সমুপস্থিতম্ ।
 অবিহ্বলমনাঃ স্বস্থো মুক্ত এব মহাশয়ঃ ॥ ১৪ ॥
 স্মৃথে ছঃথে নরে নার্যাং সম্পৎসু চ বিপৎসু চ ।
 বিশেষো নৈব ধীরস্ত সৰ্বত্র সমদর্শিনঃ ॥ ১৫ ॥
 ন হিংসা নৈব কারুণ্যং নৌদ্ধত্যং ন চ দীনতা ।
 নাশ্চর্য্যং নৈব চ ক্ষোভঃ ক্ষীণসংসরণে নরে ॥ ১৬ ॥
 ন মুক্তো বিষয়দেষ্টা ন বা বিষয়লোলুপঃ ।
 অসংসক্তমনা নিত্যং প্রাণ্ডাপ্রাণ্ডমুপাশ্নতে ॥ ১৭ ॥
 সমাধানাসমাধান-হিতাহিতবিকল্পনাঃ ।
 শূন্যচিত্তো ন জানাতি কৈবল্যমিব সংস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥

অনুরাগী জীকে দেখিয়া কিম্বা মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া বিহ্বল
 হইয়েন না ; কারণ আপনাতে আপনি ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আছেন, এমত
 যে ব্যক্তি তিনি মুক্ত এবং মহাশয় হইতেছেন । ১৪ ।

স্মৃথে এবং ছঃথে, নরে এবং নারীতে, সম্পদে এবং বিপদে বিশেষ নয়,
 ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির থাকিয়া ধীর যে ব্যক্তি সৰ্বত্র সমান-
 রূপ দেখেন । ১৫ ।

উপর্যুক্ত ব্যক্তি সমানরূপ সকল বস্তুতে ব্রহ্ম দেখায় হিংসারি থাকে না,
 করুণাও থাকে না, বড়মানষীও তাঁহার নাই, হীনতাও তাঁহার নাই, কোন
 বিষয়ের আশ্চর্য্যতাও নাই, আর কোন বিষয়ের ক্ষোভ নাই অর্থাৎ কিছুই
 নাই । ১৬ ।

তিনি মুক্তও নন এবং বিষয়কে দেষণও করেন না এবং বিষয়ে লোভ
 করেন না, অর্থাৎ সব আছে কিন্তু আসক্তি রহিত, প্রাণ্ড হইলে ভোগ
 করেন, অপ্রাণ্ড হইলেও ভোগ করেন । ১৭ ।

কোন একটি কার্য্য সমাধান হইলে যেরূপ এবং না সমাধা হইলে সেইরূপ
 কোন হিত হইলে বা অহিত হইলে বিকল্প কিছুতেই হয় না, কারণ তাহার
 চিত্ত শূন্য-ব্রহ্মে রহিয়াছে, কেবল ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে

নির্মমো নিরহঙ্কারো ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী ।
 অন্তর্গলিতসর্বাশঃ কুর্কন্নপি কেরোতি ন ॥ ১৯ ॥
 গনঃপ্রকাশসংমোহ-স্বপ্নজাড্যবিবর্জিতঃ ।
 দশাং কামপি সংপ্রাপ্তো ভবেদালিতমানসঃ ॥ ২০ ॥
 ইতি তত্ত্বজ্ঞস্বরূপবিংশতিকং নাম সপ্তদশপ্রকরণম্ ।

অষ্টাদশ প্রকরণম্

যস্ত বোধোদয়ে তাবৎ স্বপ্নবস্তবতি ভ্রমঃ ।
 তস্মৈ স্তথৈকরূপায় নমঃ শাস্তায় তেজসে ॥ ১ ॥

কোন বিষয়ে সম্যক প্রকারে স্থিতি হয় না কেবল আপনাপনি আপনাতে সম্যক প্রকারে স্থিতি হইয়া রহিয়াছে । ১৮ ।

আমি কিছু নহি আমারও কিছু নয় ক্রিয়ার পর অবস্থা এই নিশ্চয় করিয়া রহিয়াছেন যিনি তাঁহার সব আশাই গলিত হইয়া গিয়াছে, তিনি সকল কর্ম করিয়াও কিছু করেন না । ১৯ ।

মনের যে প্রকাশ এবং মোহ, স্বপ্ন ও জাড্য এ বিশেষরূপে বর্জিত হইয়াছে । এইরূপ বিচিত্র দশা সম্যক প্রকারে যাহার প্রাপ্তি হইয়াছে তাঁহার মন ব্রহ্মেতে গলিত হইয়া গিয়াছে । ২০ ।

এই তত্ত্বজ্ঞস্বরূপ নামক সপ্তদশ প্রকরণ ।

অষ্টাদশ প্রকরণ—শান্তিশতক ।

যখন ক্রিয়ার পর অবস্থা হয় তখন স্থিতিতে সূক্ষ্মরূপে গতি বোধ হয়, যে পর্য্যন্ত এই অবস্থা না হয় সে পর্য্যন্ত স্বপ্নের জ্ঞান ভ্রম বোধ করেন, সেই ব্রহ্মের বোধোদয় হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় এইরূপ বোধ হয় । আমি নাই এবং আমিও সেই ব্রহ্ম এমনতর স্তথের যে একরূপ অবস্থা ব্রহ্ম

অৰ্জ্জয়িত্ৰাখিলানর্ধান্ ভোগানাপ্রোতি গুফলান্ ।

ন হি সর্কপরিত্যাগমস্তরেণ সুখীভবেৎ ॥ ২ ॥

কর্তব্যহুঃখমার্ভণ্ডালাদন্ধাস্তরাগ্ননঃ ।

কুতঃ প্রশমপীষুধারানারমুতে সুখম্ ॥ ৩ ॥

ভবোহয়ং ভাবনামাত্রো ন কিঞ্চিং পরমার্ভতঃ ।

নাস্ত্যভাবঃ স্বভাবানাং ভাবাভাববিভাবিনান্ ॥ ৪ ॥

ন দূরং ন চ সংকোচাল্লক্ষমেবাগ্ননঃ পদম্ ।

নির্কিকল্পং নিরায়াসং নির্কিকারং নিরঞ্জনম্ ॥ ৫ ॥

ব্যান্নোহমাত্রবিরতো স্বরূপাদানমাত্রতঃ ।

বীতশোকা বিরাজন্তে নিরাবরণদৃষ্টয়ঃ ॥ ৬ ॥

লীন হইলে যখন শান্তিপদকে পায় এবং সব তেজের যে তেজ তাহাতে প্রকাশ হয় এইরূপ অবস্থাকে আমি নমস্কার করি । ১ ।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধ উপার্জন করিয়া এবং ভাল ভাল ভোগ করিয়াও সব অন্তর থেকে পরিত্যাগ না হইলে কেহ সুখী হয় না । ২ ।

সংসারে কর্তব্য কর্মের স্বরূপ হুঃখ তাহার স্মরণের স্বরূপ তাহার দ্বারায় অন্তরাগ্নি দন্ধ হইয়াছে এমত শক্তির ক্রিয়ার পর অবস্থা অমৃত দ্বারা ব্রহ্মে থাকি ব্যতীত সুখ কোথায় ? ৩ ।

এই ভবসংসার ভাবনা মাত্র হইতেছে, পরমার্থ কিছুই নাই, স্বভাবেতে থাকিলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে তাহার কোন অভাব থাকে না, ভাব এবং অভাব কেবল চিন্তায়ুক্ত জীবের কল্পনা মাত্র । ৪ ।

আত্মা দূরে নাই আর নিকটে থাকায় কোন লাভ বলিয়া আত্মার পদকে বোধ হয় না, এই নির্কিকল্প অনায়াস লভ্য, এমত নির্কিকাররূপ নিরঞ্জন হইতেছেন । ৫ ।

মোহ হইতে বিরত হইলে স্বরূপমাত্র রূপব্রহ্ম হন, এইরূপ হইলে সব ক্লেশ পরিত্যাগ হয়, কারণ ব্রহ্মে থাকায় দৃষ্টির কোন আধরণ থাকে না । ৬ ।

সগস্তং কল্পনামাত্রমাত্মা মুক্তঃ সনাতনঃ ।
 ইতি বিজ্ঞায় ধীরো হি কিমভ্যস্ত্যতি বালবৎ ॥ ৭ ॥
 আত্মা ব্রহ্মেতি নিশ্চিত্য ভাবাভাবৌ চ কল্পিতৌ ।
 নিকামঃ কিং বিজ্ঞানাতি কিং ব্রতে চ কৰোতি কিম্ ॥ ৮ ॥
 অয়ং সোহহময়ং নাহম্ ইতি ক্লীণা বিকল্পনাঃ ।
 সৰ্ব্বমাত্মেতি নিশ্চিত্য ভূষীংভূতস্ত্য যোগিনঃ ॥ ৯ ॥
 ন বিক্লেপো ন চৈকাগ্র্যং নাতিবোধো ন মূঢ়তা ।
 ন স্মৃৎ ন চ বা দুঃখমুপশাস্তস্য যোগিনঃ ॥ ১০ ॥
 স্বারাজ্যে ভৈক্ষ্যব্রতৌ চ লাভালাভে জনে বনে ।
 নির্বিকল্পস্বভাবস্ত্য ন বিশেষোহস্তি যোগিনঃ ॥ ১১ ॥

যত কিছু দেখা ধাইতেছে সমুদায় কল্পনামাত্র, আত্মা সৰ্ব্বদাই মুক্ত এইরূপ
 জানিয়া ধীর হও, বালকের মতন অভ্যাস কি করিবেছ ? ৭ ।

ভাব এবং অভাব দুই কল্পনা মাত্র, আত্মাই ব্রহ্ম এই নিশ্চিত কর, আর
 নিকাম অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত হইয়া থাক, কিছু জানিবার আবশ্যক নাই, কিছু
 বলিবার আবশ্যক নাই এবং কিছু করিবার আবশ্যক নাই । ৮ ।

যাঁহারা যোগী তাঁহারা এই আমি আর এই আমি নই এইরূপ বিকল্প
 ক্রিয়ার পর অবস্থাতে রহিত হইয়া, সব আত্মায় এইরূপ নিশ্চয় করিয়া,
 স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন । ৯ ।

এর পর অবস্থায় শাস্ত যোগীর বিক্লেপও নাই একাগ্রতাও নাই,
 অক্লিষ্ট বোধ নাই, মূৰ্খতা নাই, স্মৃৎ বা দুঃখ নাই । ১০ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যোগীর আপনার রাজত্ব বা ভিক্কাবৃত্তি, লাভ আর
 অলাভে, জলে বা বনে নির্বিকল্প স্বভাব বশতঃ কোন বিশেষ বোধ হয় না
 অর্থাৎ যে অবস্থায় থাকেন সেই অবস্থায় সুখী । ১১ ।

ক ধর্মঃ ক চ বা কামঃ ক চার্ঘঃ ক বিবেকিতা ।
 ইদং ক্লুতমিদং নেতি ঘট্টমুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১২ ॥
 ক্লুত্যাং কিমপি নৈবাস্তি ন কাপি হৃদি রঞ্জনা ।
 যথা জীবনমেবেহ জীবমুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৩ ॥
 ক মোহঃ ক চ বা বিখং ক চ ধ্যানং ক মুক্ততা ।
 সর্বসংকল্পসীমায়াং বিশ্রাস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥
 যেন বিশ্বমিদং দৃষ্টং স নাস্তীতি করোতু বৈ ।
 নির্দাসনঃ কিং কুরুতে পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ১৫ ॥
 যেন দৃষ্টং পরং ব্রহ্ম নোহহং ব্রহ্মেতি চিন্তয়েৎ ।
 কিং চিন্তয়তি নিশ্চিতো দ্বিতীয়ং যো ন পশ্যতি ॥ ১৬ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে যোগী থাকেন তাহার কর্মই বা কি ? ইচ্ছাই বা কি ? অর্থই বা কি ? আর বিবেকতাই বা কি ? এই কর্ম করা হইয়াছে আর এই কর্ম করা হয় নাই এই ভদ্র হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছেন । ১২ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকতে জীবমুক্ত যে যোগী তাহার এইরূপ ধরণ হয় যে কিছুই করি নাই ; এবং কিছু করিব এরূপ ইচ্ছা হৃদয়ে উৎপন্ন হয় না, তিনি কোন রূপে যেমত হইয়া উঠে তাহা হইতে জীবনধারণ করেন । ১৩ ।

বিশ্বই বা কি, মোহই বা কিসের, ধ্যানই বা কি, মুক্তি বা কি ? এ সকল সীমাবিশিষ্ট সংকল্প হইতেছে, ইহা হইতে ক্রিয়ার পর অবস্থা কোন বিশ্রাস্ত মহাত্মা ব্যক্তি হইতেছেন । ১৪ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থার পূর্বে যিনি এই বিশ্ব সংসার দেখিয়াছিলেন তিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মে লীন হওয়ার তিনিই নাই এইরূপ যাহার হইয়াছে তিনি না থাকায় বাসনা কে করিবে ? তিনি জগন্ময় ব্রহ্মরূপ দেখিতেছেন, যখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই তখন তিনি দেখিয়াও দেখিতেছেন না । ১৫ ।

যিনি পর ব্রহ্ম দেখিয়াছেন, তিনি আমি ব্রহ্ম এই বলিয়া চিন্তা করেন, ক্রিয়ার পর অবস্থায় তখন আমি নাই, যখন আমি নাই তখন আমি কিংকর

অষ্টাবক্র সংহিতা ।

দৃষ্টো যেনাত্মবিক্ষেপো নিরোধং কুরুতে ত্বনো ।

উদারস্ত ন বিক্ষিপ্তঃ সঃধ্যাভাবাৎ কুরোতি কিম্ ॥ ১৭ ॥

ধীরো লোকবিপর্য্যস্তো বর্তমানোহপি লোকবৎ ।

ন সমাধিং ন বিক্ষেপং ন লেপং স্বস্ত্য পশ্যতি ॥ ১৮ ॥

ভাবাভাববিহীনো যত্নশ্চো নিক্সাননো বুধঃ ।

নৈব কিঞ্চিং ক্লুতং তেন লোকদৃষ্ট্যাপি কুর্ততা ॥ ১৯ ॥

চিন্তা করিব ? সুতরাং আমি নিশ্চিত হইলাম, আমিই অধিতীম, আর্মান্তিক
আমি কিছু দেখি না । ১৬ ।

যাহার আত্মা অল্প কিছু দেখিয়া বিক্ষিপ্তচিত্ত হয় সেই নিরোধ করিবার
চেষ্টা করে, যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া উদারচিত্ত হইয়াছে তাহার
মন কোন দিকে বিক্ষিপ্ত হয় না, অতএব কোন সাধনা সে করে না ; কারণ
সর্বদা সাধন করিতে যে ভাব হয় সেই ভাবই সর্বদা হৃদয়ে স্থিতি করিতেছে ;
তিনি আর কি করিবেন ? কারণ প্রাপ্তির নিমিত্ত চেষ্টা যে পর্য্যন্ত প্রাপ্তি
না হয়, যাহার প্রাপ্তি হইয়াছে তাহার আর চেষ্টা করিবার আবশ্যক
থাকে না । ১৭ ।

এইরূপ উপযুক্ত অবস্থা বিশিষ্ট লোক যিনি ধীর হইতেছেন তিনি
লোকের ত্রায় এই সংসারে আসক্তি রহিত হইয়া বর্তমান আছেন তাহার
আর কোন সনাধিরও জন্ম চেষ্টা নাই, তাহার কোনরূপ মনের বিক্ষেপ নাই,
এবং তিনি কোন বিষয়ে লিপ্ত নহেন, আপনাতে আপনি ক্রিয়ার পর অবস্থায়
কেবল স্নানরূপে আসিতেছে ও যাইতেছে তাহাতেই আছেন । ১৮ ।

যিনি পণ্ডিত তিনি কোন দিকে মন দিয়া ভাব করেন না এবং সেই
ভাব বাহাতে না থাকে তাহারও চেষ্টা করেন না, এই ভাবাতাব বিহীন
যে ব্যক্তি তিনিই সর্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় তৃপ্ত থাকেন ও বাসনা
রহিত হইেন, তিনি লোকদেখান কিছু করিলেও কিছু করেন না । ১৯ ।

প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা নৈব ধীরস্ত দুর্গ্রহঃ ।
 যদা যৎ কর্তুমায়তি তৎ কৃৎস্না তিষ্ঠতঃ স্মৃথম্ ॥ ২০ ॥
 নিক্রাসনো নিরালসঃ স্বচ্ছন্দো মুক্তবন্ধনঃ ।
 ক্ষিপ্তঃ সংস্কারবাতেন চেষ্টতে শুকপর্ণবৎ ॥ ২১ ॥
 অসংসারস্ত তু কাপি ন হর্ষো ন বিষাদিতা ।
 অশীতলমনা নিত্যং বিদেহ ইব রাজতে ॥ ২২ ॥
 কুত্রাপি ন জিহাসাস্তি নাশো বাপি ন কুত্রচিৎ ।
 আত্মারামস্ত ধীরস্ত শীতলাচ্ছতরাজনঃ ॥ ২৩ ॥
 প্রকৃত্যা শূন্যচিত্তস্ত কুর্বতোহন্য যদৃচ্ছয়া ।
 প্রাকৃতস্তেব ধীরস্ত ন মানো নাবমানিতা ॥ ২৪ ॥

যিনি ধীর হইতেছেন তিনি কিছুতে মন প্রবৃত্তি করেন না এবং নিবৃত্তিও করেন না, যখন যে কর্ম আসিয়া পড়ে তখন সেই কর্ম করিয়া তবে স্থির হন এবং স্তম্বরূপ ব্রহ্মে থাকেন । ২০ ।

কোন ইচ্ছা নাই যে এই হউক এবং কোন বিষয়ের অবলম্বনও নাই যে এইটি লইয়া থাকিব । স্বচ্ছন্দ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন যদি ক্রিয়ার পর অবস্থাতে হয়, সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া সব চেষ্টাই করেন, যেমত একটি শুক পত্র বায়ুর দ্বারা যথাতথা উৎক্ষিপ্ত হয় সেইরূপ কোন কার্য্য বশতঃ সমুদার কর্ম সংস্কারের দ্বারা করেন । ২১ ।

সংসারে থাকিয়াও শুকপত্রের স্থায় অসংসারী ব্যক্তির কোন হর্ষও নাই বিষাদও নাই, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া নিত্যই স্মৃশীতল মন, দেহ থাকিয়া বিদেহ হইতেছে এইরূপ বিরাজমান থাকেন । ২২ ।

কোন বিষয়ের প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন না এবং কোন বিষয়ের নাস্তিরও ইচ্ছা করেন না বাহার ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মারাম স্মৃশীতল থাকে । ২৩ ।

বাহার প্রকৃতি শূন্য ব্রহ্মতে চিত্ত সর্বদা থাকে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পাবেন তাহার মানও নাই অপমানও নাই । ২৪ ।

ক্রুতং দেহেন কৰ্ম্মদং ন ময়া শুদ্ধচারিণা ।
 ইতি চিন্তানুরোধী যঃ কুৰ্ম্মন্নপি কৰোতি সঃ ॥ ২৫ ॥
 অতদ্বাদীৰ কুরুতে ন ভবেদপি বালিশঃ ।
 জীবমুক্তঃ সুখী শ্রীমান্ সংসরন্নপি শোভতে ॥ ২৬ ॥
 নানাবিচারমুশ্রান্তো ধীরো বিশ্বাস্তিমাগতঃ ।
 ন কল্পতে ন জানাতি ম শৃণোতি ন পশ্চতি ॥ ২৭ ॥
 অসমাধেরবিক্ষেপান মুমুকু ন চেতরঃ ।
 নিশ্চিত্য কল্পিতং পশ্চান্ন ব্রহ্মৈবাস্তে মহাশয়ঃ ॥ ২৮ ॥
 যশ্চাস্তঃ স্যাদহঙ্কারো ন কৰোতি কৰোতি সঃ ।
 নিরহঙ্কারধীরেণ ন কিঞ্চিদকৃতং কৃতম্ ॥ ২৯ ॥

এ কর্ম্ম দেহতে করিয়াছে আমি কিছু করি নাই আমি শূন্য ব্রহ্মরূপ এইরূপ বাহার ধারণা আছে তিনি করিয়াও করেন না ॥ ২৫ ॥

যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিশ্বাস্তি আপনাপনি আইসে তখন ধীর ও নানা বিচার হইতে মুশ্রান্ত, সুন্দররূপ ব্রহ্মতে থাকায় জীবমুক্ত, সব কর্ম্ম করেন, করিয়াও বাগকের শ্রায়, আশ্রয়ানে স্থিত হইয়া থাকেন । ২৬ ।

উপরি উক্ত ব্যক্তির ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া কোন কল্পনাও নাই এবং জানা, শুনা ও দেখাও নাই । ২৭ ।

সমাধি ও বিক্ষেপ রহিত অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা ও অজ্ঞদিকে মন এই দুই বাহার রহিত হইয়াছে তিনি মোক্ষপদেরও ইচ্ছা করেন না, তিনি নিশ্চিত, কল্পিত সব দেখিয়া ব্রহ্মতে থাকেন, এমত যে ব্যক্তি তিনিই মহাশয় হইতেছেন । ২৮ ।

বাহার মনের মধ্যে অহঙ্কার আছে তিনি সংসারের সব কর্ম্ম না করিয়াও করেন, আর নিরহঙ্কারী ধীর ব্যক্তি কিছুই করেন না । ২৯ ।

নোদ্বিগ্নং ন চ সন্তুষ্টমকর্তৃ স্পন্দবর্জিতম্ ।

নিরাশং গতসন্দেহং চিত্তং মুক্তস্য রাজতে ॥ ৩০ ॥

নির্ধ্যাতুং চেষ্টিতুং বাপি যচ্চিত্তং ন প্রবর্ততে ।

নির্নিমিত্তমিদং কিন্তু নির্ধ্যায়তি বিচেষ্টতে ॥ ৩১ ॥

তত্রং পদার্থমাকর্ষ্য মন্দঃ প্রাপ্নোতি মুঢ়তাম্ ।

অথবা যাতি সঙ্কোচসংমূঢ়ঃ কোৎপি মুঢ়বৎ ॥ ৩২ ॥

একাগ্রতা নিরোধো বা মূঢ়েরভাগ্যতে ভ্রশম্ ।

ধীরাঃ ক্লুত্যাং ন পশ্যন্তি স্বপ্নবৎ স্বপদে স্থিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

অপ্রযত্নাং প্রযত্নাধা মূঢ়ো নাপ্নোতি নিবৃত্তিম্ ।

তত্বনিশ্চয়মাত্রেণ প্রাজ্ঞো ভবতি নিবৃত্তঃ ॥ ৩৪ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাঁহার চিত্ত মুক্ত হইয়াছে তিনি কোন বিষয়ে উদ্বিগ্ন হন না আর সন্তুষ্টও হন না, আপনাকে আপনি অকর্তা বিবেচনা করিয়া স্পন্দন, আশা ও সন্দেহ বর্জিত করেন । ৩০ ।

এই উপযুক্ত ব্যক্তি যিনি ধ্যানও করেন না এবং কোন চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন না, আর নির্নিমিত্ত অর্থাৎ বিনা নিমিত্ত ধ্যানও চেষ্টাও করেন যাহা আপনাপনি হয় । ৩১ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থা, তত্ত্ব জ্ঞানার্থ, প্রাপ্ত হইয়া মন্দ ব্যক্তি মুর্থের মতন হইয়া যায় অর্থাৎ সম্যকপ্রকার মুঢ় হইয়া সঙ্কোচিত মূঢ়ের জ্ঞান সকলের নিকট হয় । ৩২ ।

এক দিকে মন করা অথবা অত্র দিকে মন যাইতেছে তাহা হইতে নিরোধ করা মুর্থ যাহারা তাহারা এইরূপ অভ্যাস করুক, যে ব্যক্তি ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া কর্তব্য কিছুই দেখেন না কেবল স্বপ্নের জ্ঞান স্থিতিতে থাকেন । ৩৩ ।

মুর্থ যাহারা অপ্রযত্ন পূর্বক বা প্রযত্ন পূর্বক ক্রিয়া করিলে নিবৃত্তিকে পায় না ক্রিয়ার পর অবস্থা যে তত্বাতীত তত্ত্ব নিশ্চয় মাত্রেই প্রাজ্ঞ যে ব্যক্তি তিনি নিবৃত্ত হন । ৩৪ ।

শুদ্ধং বুদ্ধং শ্রিয়ং পূর্ণং নিম্প্রপঞ্চং নিরাময়ম্ ।
 আত্মানং তং ন জানন্তি তত্রাত্যাসপরা জড়াঃ ॥ ৩৫ ॥
 নাপ্নোতি কর্মণা মোক্ষং বিমূঢ়োহভ্যাসরূপিণা ।
 ধন্থো বিজ্ঞানমাত্রেণ মুক্তস্তিষ্ঠত্যবিক্রিয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
 মূঢ়ো নাপ্নোতি তদ্ব্রহ্ম যতো ভবিতুমিচ্ছতি ।
 অনিচ্ছন্নপি ধীরোহপি পরব্রহ্মস্বরূপভাক্ ॥ ৩৭ ॥
 নিরাধারগ্রহব্যগ্রা মূঢ়াঃ সংসারপোষকাঃ ।
 এতস্যানর্থমূলস্য মূলচ্ছেদঃ ক্রতো বুধৈঃ ॥ ৩৮ ॥
 ন শাস্তিং লভতে মূঢ়ো যতঃ শমিতুমিচ্ছতি ।
 ধীরস্তত্ত্বং বিনিশ্চিত্য সর্বদা শান্তমানসঃ ॥ ৩৯ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা এই আত্মাই নির্মল হইয়া শুদ্ধস্বরূপ এবং নিজবোধ
 রূপ বাহ্য ভিন্ন আর কিছুই শ্রিয় বলিয়া বোধ হয় না, আত্মা জগন্ময়, পূর্ণব্রহ্ম
 স্বরূপ নিম্প্রপঞ্চ নিরাময়, ইহা না জানিয়া মূর্খ বাহার তাহার অভ্যাসপর হয়
 অর্থাৎ সর্বদা অত্যাশ করে। ৩৫ ।

ইচ্ছা থাকিলে মোক্ষ হয় না, ক্রিয়ার অভ্যাস করাও ইচ্ছা হইতেছে,
 ক্রিয়া রহিত হইয়া বাহ্য ক্রিয়ার পর অবস্থা ভিন্ন হয় না বাহ্য মোক্ষ হই-
 তেছে ; ধন্থ সেই ব্যক্তি বাহার ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তিমাত্রে মোক্ষ হয় এবং
 নিজিয় থাকে অর্থাৎ ইচ্ছার সহিত কোন কর্ম করে না। ৩৬ ।

মূর্খ বাহার তাহার সেই ব্রহ্মকে পায় না। কেন পায় না ? ব্রহ্ম হইতে
 ইচ্ছা থাকায়। ইচ্ছা রহিত ধীর ব্যক্তি পরব্রহ্মস্বরূপই আছেন। ৩৭ ।

অনবচ্ছিন্ন ইচ্ছাকারী মূর্খগণ কেবল সংসারেরই পোষক ; এ সংসারে
 ইচ্ছাই অনর্থের মূল, ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থার থাকিয়া পণ্ডিতেরা
 সেই ইচ্ছারূপ মূল ছেদন করেন। বাহ্য আপনাপনি হয়। ৩৮ ।

মূর্খ বাহার তাহাদের শাস্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করে, ঐ ইচ্ছার জন্য শাস্তি
 লাভ করিতে পারে না, বাহার, ধীর হইতেছেন তাহার এই স্থির করিয়া
 অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত হইয়া শান্ত মানসে থাকেন। ৩৯ ।

কাল্পনো দর্শনং তস্য যদৃষ্টমবলম্বতে ।

ধীরান্তং তং ন পশ্যন্তি পশুন্ত্যাত্মনমদ্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥

ক নিরোধা বিমূঢ়স্য যো নির্বন্ধং করোতি বৈ ।

স্মারামঠৈস্য ধীরস্য সর্কদা সাবক্কৃত্রিমঃ ॥ ৪১ ॥

ভাবস্য ভাবকঃ কশ্চিন্ন কিঞ্চিদ্ভাবকোহপরঃ ।

উভয়াভাবকঃ কশ্চিদেবমেব নিরাকুলঃ ॥ ৪২ ॥

শুদ্ধমদ্বয়মাআনং ভাবয়ন্তি কুবুদ্ধয়ঃ ।

ন তু জানন্তি সংমোহাৎ যাবজ্জীবমনির্বৃত্তাঃ ॥ ৪৩ ॥

উপর্যুক্ত ব্যক্তির আত্মার দর্শন কি? কারণ আত্মাকে দেখিলেই অবলম্বন হইল। কিন্তু সেখানে ত কোন অবলম্বন নাই, ক্রিয়ার পর অবস্থায় ধীর যাহারা তাহারা সে আত্মাকেও দেখেন না; কারণ আত্মা অগম্য, আমিও সেই আত্মা হইতেছি সুতরাং কে কাহাকে দেখে? ৪০।

যে কেহ আপনাপনি অত্মদিকে মন দিয়া নির্বন্ধ হয় এমত যে মূর্থ তাহার আর নিরোধ কি প্রকারে সম্ভবে? জড়িয়া থাকে অথচ জড়িয়া থাকা হইতে রহিত থাকিতে ইচ্ছা করে, এই ইচ্ছা ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকতে হয়; সুতরাং মনের ইচ্ছা জড়িয়া থাকা এবং কৃত্রিম লোক দেখান ইচ্ছা জড়িয়া না থাকা; কিন্তু ধীর যাহারা আত্মাত্মমে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্কদা অকৃত্রিমরূপে থাকেন অর্থাৎ সর্কদাই আটকিয়া থাকেন। যাহা আপনাপনি হয়। ৪১।

তিনগুণের অতীত হইয়াছে যে ভাব সেই ভাবের ভাবুক ক্রিয়ার পর অবস্থায় কেহ হয়, এইরূপ ভাবকের পর আর কিছুই নাই কেহ হই ভাবকেরই থাকে সর্কৎ ব্রহ্মময়ং অগৎ হওয়াতে কোন বিষয়ের চিন্তা করেন না। ৪২।

কুবুদ্ধি যাহাদের তাহারা এই শুদ্ধ অর্থে আত্মাকে চিন্তা করে, সম্যক প্রকারে মোহিত হইয়া, যাবজ্জীবন এইরূপ থাকে কিন্তু যে পর্যন্ত মনের বৃত্তির নিবৃত্তি না হয় সে পর্যন্ত কিছুই কিছু নয় তাহা জানে না। ৪৩।

মুমুক্শুবুদ্ধিরালম্বমন্তরেণ ন বিদ্যতে ।
 নিরালম্বৈব নিকামা বুদ্ধিমুক্তস্য সৰ্ব্বদা ॥ ৪৪ ॥
 বিষয়দীপিনো বীক্ষ্য চকিতাঃ শরণার্থিনঃ ।
 বিশস্তি ঋটিতি ক্রোড়ং নিরোধকাগ্র্যসিদ্ধয়ে ॥ ৪৫ ॥
 নির্বাসনং হরিং দৃষ্ট্বা তুষ্ণীং বিষয়দস্তিনঃ ।
 পলায়ন্তে ন শক্তান্তে সেবন্তে ক্লতচাটবঃ ॥ ৪৬ ॥
 ন মুক্তিকারিকাং ধত্তে নিঃশক্কা মুক্তমানসঃ ।
 পশ্যন্ শূণ্ণন্ স্পৃশন্ জিহ্মন্নশ্নান্তে যথাসুখম্ ॥ ৪৭ ॥
 যন্তশ্রবণমাত্রেণ শুদ্ধবুদ্ধিনিরাকুলঃ ।
 নৈবাচারমনারমৌদাম্যং বা প্রপশ্যতি ॥ ৪৮ ॥

মুমুক্শুকাজীর বুদ্ধি স্থির হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন অবলম্বন থাকে না, যাহারা মুক্তি হইলে তাহার সৰ্বদা নিরালম্বন স্মরণে নিকাম । ৪৪ ।

বিষয়রূপ বাধকে দেখিয়া, চকিত হইয়া শরণার্থী হইলে, শীঘ্র সঙ্কোচিত হইয়া, আপন ক্রোড়ে আইসেন ও স্থির ভাবাপন্ন একাগ্র সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় নাড়ি হইতে হৃদয় পর্যন্ত স্থির থাকেন । ৪৫ ।

ঐ উপর্যুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বিষয়রূপ মত্ত হস্তী নির্বাসনার স্বরূপ সিংহকে দেখিয়া পলায়ন করে, যদি পলায়ন না করিতে পারে তবে ঐ নির্বাসনাকে সেবা করে । ৪৬ ।

বাহার মন ক্রিয়ার পর অবস্থায় মুক্ত হইয়াছে তিনি নিঃশক ; তিনি মুক্ত হইবার নিমিত্ত যে সকল কৰ্ম তাহা তিনি করেন না ; তিনি দেখেন, শোনে, স্পর্শ করেন, শৌকেন ও খান, যে অবস্থায় থাকেন সৰ্বদা ব্রহ্মতে থাকেন । ৪৭ ।

উপর্যুক্ত মুক্ত মানস বাহার হইয়াছে তাহার কথা শুনিবারাত্রই শুদ্ধবুদ্ধি নিরাকুল হইলে, তাহার কোন আচারও নাই অনাচারও নাই, ওদন্ত ভাব-বিশিষ্ট আপনাকেই আপনি দেখেন । ৪৮ ।

যদা যৎ কর্তৃমায়ান্তি তদা তৎ কুরুতে ঋজুঃ ।
 শুভং বাপ্যশুভং যাপি তস্য চেষ্টা হি বালবৎ ॥ ৪৯ ॥
 স্বাতন্ত্র্যাৎ মুখমাপ্নোতি স্বাতন্ত্র্যান্নভতে পরম্ ।
 স্বাতন্ত্র্যারিব্ধিতিং গচ্ছৎ স্বাতন্ত্র্যাৎ পরমং পদম্ ॥ ৫০ ॥
 অকর্তৃত্বমভোক্তৃত্বং স্বাঙ্গানো মম্বতে যদা ।
 তদা ক্ষীণা ভবন্ত্যেব সমস্তাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ ॥ ৫১ ॥
 উচ্ছৃঙ্খলাপ্যকৃত্তিকা স্থিতিধীরস্য রাজতে ।
 ন তু সম্পূহচিত্তস্য শাস্তিমূঢ়স্য কৃত্তিমা ॥ ৫২ ॥
 বিলম্বন্তি মহাভোগৈর্ক্লিশন্তি গিরিগঙ্ধরান্ ।
 নিরন্তকল্পনা ধীরা অবক্রা মুক্তবন্ধনাঃ ॥ ৫৩ ॥

যাহা যখন করিবার উপস্থিত হয় তখন সরলভাবে কয়েন সেই করা শুভই হউক আর অশুভই হউক তাহা বালকের জ্ঞান চেষ্টা করেন । ৪৯ ।

উপযুক্ত অনাসক্ত মূলবৎ ক্রিয়াবিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যরূপ অবস্থাতে থাকিয়া স্বন্দররূপ ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় এবং পরব্রহ্মের লাভ হয়, তাহা হইলে সর্বত্র ব্রহ্মময় জগৎ হওয়াতে সকল বিষয়ের নিবৃত্তি হইল, এই পরমপদ হইতেছে । ৫০ ।

উপযুক্ত স্বাতন্ত্র্য অবস্থা প্রাপ্তি ব্যক্তির, আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, ইহা বলিয়া মনে হয় না, আয়্যাই কর্তা এবং আয়্যাই ভোক্তা বলিয়া মনে হয় যখন তখন সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিশ্চয় ক্লিষ্টাবাপন্ন হয় । ৫১ ।

যাহার ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি হইয়াছে সেই স্থিতি অকৃত্রিম আর যিনি মনে এক এবং বাহিরে 'লোকদেখান' আর এক, এমন যে মূর্খ, তাহার কৃত্রিম শাস্তি হইতেছে । ৫২ ।

বন্ধন হইতে মুক্ত যে ব্যক্তি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কল্পনা রহিত হইয়া ধীর এবং অবচ্ছ হইয়াছেন, তিনি মহাভোগ-বিলাস করিলেও যেমন, গিরিগঙ্ধরের মধ্যে থাকিলেও তেমনি দুইতেই সমানভাব । ৫৩ ।

শ্রোত্রিয়ং দেবতাং তীর্থম্ অঙ্গনাং ভূপতিং শ্রিয়ম্ ।
 হৃষ্টা সংপূজ্য ধীরস্য ন কাপি হৃদি বাগনা ॥ ৫৪ ॥
 ভূত্যোঃ পুত্রৈঃ কলত্রৈশ্চ হুব্রৈশ্চৈত্য়পি গোত্রৈজৈঃ ।
 বিহস্য ধিক্ ক্রতো যোগী ন যাতি বিকৃতিং মনাক্ ॥ ৫৫ ॥
 সন্তুষ্টোহপি ন সন্তুষ্টঃ খিন্নোহপি ন চ বিদ্যতে ।
 তন্যাশ্চর্যাদশাং তাং তাং তাদৃশা এব জ্ঞানতে ॥ ৫৬ ॥
 কর্তব্যাতৈব সংসারো ন তাং পশ্যন্তি সুরয়ঃ ।
 শূন্যাকারে নির্ঝিকারে নির্ঝিকারা নিরাময়াঃ ॥ ৫৭ ॥
 অকুর্সন্নপি সংক্ষোভাদব্যগ্রঃ সর্সত্র মূঢ়ধীঃ ।
 কুর্সন্নপি চ কৃত্যানি কুশলো হি নিরাকুলঃ ॥ ৫৮ ॥

বেদপাঠী ব্রাহ্মণ দর্শন করিব, দেবতা তীর্থ দর্শন করিব, অঙ্গনা ভূপতি-
 শ্রিয় লোক দেখিয়া পূজা করিব এইরূপই জগৎসংসারের মন ধাবমান দেবতা
 যায়, কিন্তু ধীর বার্ক্কর কোন বাসনা দেখিতে পাওয়া যায় না । ৫৪ ।

ভৃত্য, পুত্র, কলত্র, হুব্রৈ আপনার গোত্রে যে জন্মিয়াছে যোগী সকলকে
 দেখিয়া মনে মনে হাঁসেন আর মনে মনে বলেন তোমাকে ধিক্ যে তুমি
 ইহাদের দেখিয়া বিকার প্রাপ্ত হইতেছ, বাহারা তোমার মনের বিকার
 দেখিতেছে তাহারাও বিকার করিতেছে, তুমি অকৃত যোগী হইলে তোমার
 মনের বিকার কেন হইবে? মন মনেতে থাকিলে মনের বিকার হয় না, অশ্রু
 দিকে মন দিলেই মনের বিকার হয় । ৫৫ ।

কোন বিষয় প্রাপ্তি হইলে সন্তুষ্ট হইয়াও সন্তুষ্ট হন না, শিন্ন হইয়াও
 খিদ্যমান হন না, এ এক আশ্চর্যাদশা ; এই সকল দশা প্রাপ্ত যে সকল ব্যক্তি
 তাঁহাই এই দশা জানেন । ৫৬ ।

এ সংসারের করা, ধরা, যাহাকে সকল সাধারণ লোকে কর্তব্য বিবেচনা
 করেন, তাহা সুর বাহারা গলা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত থাকেন তাহা তাঁহারা
 দেখেন না সকলি মহাশূণ্ণময় ব্রহ্ম নির্ঝিকার নিরাময় হইয়া থাকেন । ৫৭ ।

একর্ষ করা হয় নাই এই বলিয়া ক্ষোভমান হইয়েন এবং সকল কর্শ

সুখমাস্তে সুখং শেতে সুখমায়ান্তি যাতি চ ।
 সুখং বক্তি সুখং ভুক্ত্যে ব্যবহারেহপি শান্তদীঃ ॥ ১৯ ॥
 স্বভাবাদ্ যস্য নৈবার্ত্তি-লাকবদ্যাবহারিণঃ ।
 মহাহ্রদ ইবাকোভ্যো গতক্লেশঃ সুশোভতে ॥ ২০ ॥
 নিরুত্তিরপি মৃদস্য প্রবৃত্তিরূপজায়তে ।
 প্রবৃত্তিরপি ধীরস্য নিরুত্তিরফলভাগিনী ॥ ২১ ॥
 পরিগ্রহেষু বৈরাগ্যং প্রায়ো মৃদস্য দৃশ্যতে ।
 দেহে বিগলিতাশস্য ক রাগঃ ক বিরাগতা ॥ ২২ ॥

যাগ এইরূপ মৃদ বুদ্ধি সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকিয়া সকল কর্মই করেন এবং ব্যাকুলতা রহিত হইয়া সকল কর্তব্য কর্ম করেন এমত জ্ঞানী ব্যক্তি অতি বিরল, দেখিতে পাওয়া যায় না । ৫৮ ।

যেখানে বসিয়া আছেন সেইখানে সুখেই বসিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মে আছেন । শুইয়া যখন আছেন তখনও ব্রহ্মে আছেন, গমনাগমনও ব্রহ্মে থাকিয়া করেন, ব্রহ্মে থাকিয়া কথা বলেন, ভোজন করেন, কিম্বা অন্যান্য সমস্ত কর্মই ব্রহ্মে থাকিয়া করেন । ৫৯ ।

লোকের মতন ব্যবহার করেন, কিন্তু স্বভাবে থাকেন অর্থাৎ আত্মাতেই আটকিয়া থাকেন, সংসারের লোকের যেরূপ ক্লেশ এবং ক্ষোভ তাহা তাঁহার নষ্ট হয়, তিনি মুক্ত হইয়া শোভমান হন । ৬০ ।

মূর্খ যাহারা তাহাদিগের যে নিবৃত্তি, সেই নিবৃত্তি করাতেই প্রবৃত্তি হইতেছে, এবং ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যাহারা রহিয়াছেন এমত যে ধীর ব্যক্তি তাহাদিগের প্রবৃত্তি হইলেও নিবৃত্তির ফলভাগী হন অর্থাৎ তাহারা যাহা করেন সকলি ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত করেন সুতরাং সকল কর্ম করিয়াও কিছুই করেন না । ৬১ ।

মূর্খ ব্যক্তিগণ, আমার কিছু লইতে ইচ্ছা নাই এইরূপ প্রায় বলিয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু আশা ভিতরে ভিতরে সকলেরি থাকে

ভাবনাভাবনাদক্তা দৃষ্টিমূঢ়স্য সর্কদা ।
 ভাব্যভাবনয়া সাত্ত্ব স্বস্থস্যাদৃষ্টিরুপিণী ॥ ৬০ ॥
 সর্কারশ্বেষু নিক্ষামো যশ্চরেষালবশ্মুনিঃ । *
 ন লেপস্তস্য শুদ্ধস্য ক্রিয়মাণেহপি কৰ্ম্মণি ॥ ৬৪ ॥
 ন এব ধম্ম আয়ত্তঃ সর্কভাবেষু যঃ সমঃ ।
 পশ্যান্ শৃণুন্ স্পৃশুন্ জিজ্ঞাস্মন্নিস্তর্ষমানসঃ ॥ ৬৫ ॥
 ক সংসারঃ ক চাতানঃ ক সাধ্যং ক চ সাধনম্ ।
 আকাশস্যেব ধীরস্য নির্ঝিকল্পস্য সর্কদা ॥ ৬৬ ॥

সেই আশা বাঁহার দেহে বিগলিত হইয়াছে তাঁহার রাগ বা কি আর বিরাগই বা কি ? ৬২ ।

মূঢ় বাঁহার ভাঁহার বলে যে চিন্তা করিতে করিতে খুন হইলাম ; এমন কোন জিনিস পাই নাই যাঁহাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় ; ভাব্য যে অবস্তব বস্তু ক্রিয়ার পর অবস্থাক্কে যাঁহার হয় সেই ব্যক্তি স্বস্থ অর্থাৎ আপনাতে আপনি কদয়েতে স্থিরভাবে আছে । এইরূপ দৃষ্টস্বরূপী তিনি হইতেছেন । ৬৩ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া মৌন যাঁহা আপনাপনি হয় এমত যে ব্যক্তি সে সকল কৰ্ম্মই করে, কিন্তু কৰ্ম্ম করিবার পূর্বে কামনা রহিত হইয়া বালকের সব কৰ্ম্ম কবে, এবং তাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ থাকে ; কারণ যে কৰ্ম্ম করেন, তাঁহাতে নির্গিণ্ড থাকিয়া করেন এমত যে ক্রিয়াবান্ তিনি সকল ক্রিয়া করিয়াও কিছুই করেন না । ৬৪ ।

যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় আট্‌কিয়া থাকেন তিনিই ধম্ম বাঁহার সকলে সমান ব্রহ্মভাব হইতেছে তিনি ইচ্ছা রহিত হইয়া দেখেন, শুনেন, স্পর্শ করেন, গমন লয়েন এবং ধান । ৬৫ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া, ব্রহ্মে লীন হইয়া মহাকাশের স্বরূপ হইয়া থাকেন এমত যে ধীর তিনি কল্পনা করা এবং কল্পনা না করা এই দুই হইতে রহিত হইয়া রহিয়াছেন ; তাঁহার আবার সংসারই বা কি ? আভাসই বা কি ? সাধ্যই বা কি ? আর সাধনাই বা কি ? ৬৬ ।

স জয়ত্যাৰ্ঘসন্ন্যাসী পূৰ্ণস্বরসবিগ্রহঃ ।
 অকৃত্রিমেনহনবচ্ছিন্নে সমাধিৰ্ভস্য বৰ্জতে ॥ ৬৭ ॥
 বহুশ্চত্র কিমুক্তেন জাততত্ত্বো মহাশয়ঃ ।
 ভোগমোক্শনিরাকাজ্জী সদা সৰ্বত্র নীরসঃ ॥ ৬৮ ॥
 মহাদাদি জগদ্ভৈতং নামমাত্রবিজৃম্বিতম্ ।
 বিহায় শুদ্ধবোধস্য কিং কৃত্যমবশিষ্যতে ॥ ৬৯ ॥
 ভ্রমভূতমিদং সৰ্বং কিঞ্চিন্নাস্তীতি নিশ্চয়ী ।
 আলস্য স্কুরণং শুদ্ধঃ স্বভাবেনৈব শাম্যতি ॥ ৭০ ॥

উপর্যুক্ত ব্যক্তির জয়, তিনি সন্ন্যাসী, তিনি পূর্ণব্রহ্ম তাঁহার কোন
 বিষয়ের ইচ্ছা নাই, তিনি ইচ্ছার সহিত প্রাণায়ামের দ্বারা যুক্ত করিয়া
 ইচ্ছাকে জয় করিয়াছেন এমত যে ব্যক্তি তিনি অকৃত্রিম জ্ঞানবচ্ছিন্ন সমা-
 ধিতে রহিয়াছেন, অর্থাৎ সৰ্বদাই স্বপ্নে আট্কিয়া রহিয়াছেন তাহা
 অনুভব হইতেছে । ৬৭-৭০

আর আমি কত বলিব, যিনি উপর্যুক্ত শুদ্ধকে জানিয়াছেন তিনি
 মহাশয়, তাঁহার ভোগেরও ইচ্ছা নাই মোক্ষের ইচ্ছা নাই আকাজ্জী রহিত
 হইতেছেন সৰ্বত্র এবং সৰ্বদা, নীরস হইতেছেন । ৬৮ ।

সৰ্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়া যে মহৎ তত্ত্ব, সবই বৈত, জগতটা শুদ্ধ বৈত,
 জগৎ এক, নাম মাত্র লোকে বলে এই জগৎ, বাহার ক্রিমার পর অবস্থায়
 ত্যাগ হইয়াছে ও এমত যে শুদ্ধ বোধ যাঁহার হইয়াছে তাঁহার আর কোন
 কর্তব্য কর্তৃ করিতে থাকি নাই । ৬৯ ।

যাহা কিছু দেখিতেছ সকলি ভ্রম দেখিতেছ, কারণ সকলি ব্রহ্ম স্তিত্ত
 তাঁহাকে অল্প বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, কিছুই নয় এই নিশ্চয় করিয়া-
 ছেন যিনি তিনিই শুদ্ধ আপনাতে ভাববিশিষ্ট ক্রিমার পর অবস্থায়
 শমতাকে পান । ৭০ ।

শুদ্ধক্ষুবর্ণরূপস্য দৃশ্যভাবমপশ্যতঃ ।

ক বিধিঃ ক চ বৈরাগ্যং ক ত্যাগঃ ক শমোহপি বা ॥৭১॥

ক্ষুরতোহনন্তরূপেণ প্রকৃতিক ন পশ্যতঃ ।

ক বন্ধঃ চ বা মোক্ষঃ ক হর্ষঃ ক বিষাদিতা ॥ ৭২ ॥

বুদ্ধিপর্ষাস্তসংসারে মায়াগাত্রং বিবর্ততে ।

নির্মমো নিরহঙ্কারো নিকামঃ শোভতে বুধঃ ॥ ৭৩ ॥

অক্ষয়ং গতসন্তাপমান্নানং পশ্যতো মুনৈঃ ।

ক বিদ্যা ক চ বা বিশ্বং ক দেহোহহং মমেতি বা ॥ ৭৪ ॥

অনন্তপ্রকার ক্ষুর্ভিবিশিষ্ট যে লোক তাহার আর ভাব কোথায় ? কারণ আদ্যাশক্তি প্রকৃতি যিনি হৃদয়ে স্থিত হইয়া রহিয়াছেন, তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না এরূপ যে ব্যক্তি তাহার আর কি বিধি ? আর তাহার বৈরাগ্যই বা কি ? ত্যাগই বা কি ? শান্তিই বা কি ? ৭১ ।

যিনি অনন্তরূপ দেখিতেছেন বটে কিন্তু প্রকৃতিকে দেখিতেছেন না অর্থাৎ সকলেতে ব্রহ্ম দেখিতেছেন, তাহার বন্ধ বা কি মোক্ষই বা কি ? হর্ষই বা কি ? বিষাদই বা কি ? ৭২ ।

এসংসারে বুদ্ধি পর্যাস্ত ক্ষুরা মাত্র হইতেছে, আমি কিছু নই, আমার কিছু নয় ইচ্ছা রহিত হইয়া, পণ্ডিত যাঁহারা তাঁহারা শোভমান করেন । ৭৩ ।

সংসারে যত জিনিস সকলেরই নাশ হইতেছে, কিন্তু জিন্নার পর অবস্থায় যে ব্রহ্ম, তাহার নাশ নাই, তাহাতে থাকিলে আত্মার যত সন্তাপ তাহা নাশ হয় ; সেই নাশ বাহা হইল তাহা তিনি দেখিতে পান ঘরের এইরূপ অবস্থিতি দেখিয়া আপনাপনি মৌন হইয়া থাকেন এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত যে ব্যক্তি তাহার আর কোন বিদ্যা জানিবার আবশ্যক থাকে না ; কারণ তিনি ইচ্ছা রহিত হইতেছেন, ইচ্ছা রহিত হইলে এই বিশ্বসংসার তাহার থাকিয়াও নাই । বিশ্ব-সংসার যখন নাই তখন এ দেহও নাই তাহার এই দেহ থাকা আর না থাকা ছই সমান ; আর জিন্নার পর অবস্থায় যখন তিনি নিজে মাই তখন মমতাই বা তাহার কোথায় । ৭৪ ।

নিরোধাদীনি কৰ্ম্মানি জহাতি জড়ধীৰ্বদি ।
 মনোরথানু প্রলাপাংশ্চ কৰ্ত্ত্বমাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৭২ ॥
 মন্দঃ শ্রদ্ধাপি তদন্ত ন জহাতি বিমূঢ়তাম্ ।
 নিৰ্কিকল্লো বহিৰ্যদ্বাদস্তবিষয়গালসঃ ॥ ৭৩ ॥
 জ্ঞানালিতকৰ্ম্মা যো লোকদৃষ্ট্যাপি কৰ্ম্মক্লং ।
 নাপ্নোত্যবসরং কৰ্ত্ত্বং বক্তুংগেব ন কিঞ্চন ॥ ৭৭ ॥
 ক তমঃ ক প্রকাশো বা ক হানঃ ক চ কিঞ্চন ।
 নিৰ্কিকারস্য ধীরস্য নিরাতঙ্কস্য সৰ্ব্বদা ॥ ৭৮ ॥
 ক ধৈৰ্য্যং ক বিবেকিত্বং ক নিরাতঙ্কতাপি বা ।
 অনিৰ্কাচ্যম্ভাবস্য নিম্ভাবস্য যোগিনঃ ॥ ৭৯ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে নিরোধ আপনাপনি হয় মুৰ্খবুদ্ধি যাহাদিগের
 তাহার নিরোধাদিকে ত্যাগ করে, ত্যাগ করিলেই তৎক্ষণাৎ নানাপ্রকার
 মনোরথ ও প্রলাপাদি অবশ হইয়া করে । ৭২ ।

মন্দ বাহারা হয় ভ্রাতারা ভাল কথা শুনিয়াও ক্রিয়ার পর অবস্থাকে ত্যাগ
 করে, আর মুৰ্খতা-প্রযুক্ত মন্দবুদ্ধিকে ত্যাগ করিতে পারে না, ইচ্ছা অনিচ্ছা
 এই দুই রহিত হইবার নিমিত্ত বাহিরে যত্ন করে কিন্তু অন্তরে বিষয়ের
 লালসা থাকে । ৭৩ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া ইচ্ছার সাহিত্য সব কৰ্ম্ম গলিত হইয়াছে
 যাঁহার, তিনি লোক দেখাদেখি সৎকৰ্ম্ম করেন ; কিন্তু সে সব কৰ্ম্ম করিবার
 এবং বলিবার অবসর পান না । ৭৭ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্বভাবতঃ থাকিতে যে ধীর নিঃশঙ্ক সৰ্ব্বদা হইয়াছে
 তাহার আর তম, আর প্রকাশ কি ? এবং হানিই বা কি ? কিছুই কিছু
 নয় । ৭৮ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যে আপনাতে আপনি ভাব সে অনিৰ্কচনীর এমত
 নিঃস্বভাব বিশিষ্ট যে যোগী তাহার ধৈৰ্য্যই বা কি ? আর বিবেকই বা কি ?
 আর নির্ভয়তাই বা কি ? । ৭৯ ।

ন স্বর্গো নৈব নরকো জীবমুক্তির্ন চৈব হি ।
 বহুনাত্র কিমুক্তেন যোগদৃষ্ট্যা ন কিঞ্চন ॥ ৮০ ॥
 নৈব প্রার্থয়তে লাভং নালাভে চানুশোচতি ।
 ধীরস্য শীতলং চিত্তমমৃতেনৈব পুরিতম্ ॥ ৮১ ॥
 ন শাস্ত্রং স্তোতি নিকামো ন দুষ্টমপি নিন্দতি ।
 সমদুঃখসুখভৃগুঃ কিঞ্চিং কৃত্যং ন পশ্যতি ॥ ৮২ ॥
 ধীরো ন ঘেষ্টি সংসারমাত্মানং ন দিদৃক্ষতি ।
 হর্ষামর্ষবিনিমুক্তো ন মৃতো ন চ জীবতি ॥ ৮৩ ॥
 নিঃস্নেহঃ পুত্রদারাদৌ নিকামো বিষয়েষু চ ।
 নিশ্চিত্তঃ স্বশরীরেৎপি নিরাশঃ শোভতে বুধঃ ॥ ৮৪ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতিতে দৃষ্টি যে যোগীর তাঁহার দৃষ্টি ঐ স্থিতিতেই
 রহিয়াছে, তাঁহার পরে অন্য কিছুই নাই, এ বিষয় আর অধিক বলে কি
 হইবে সে স্বর্গও চায় না, নরকও চায় না, জীবমুক্তিও চায় না । ৮০ ।

উপর্যুক্ত ব্যক্তি লাভও চায় না এবং লাভ হইবার নিমিত্ত অহুশোচনাও
 করে না, ক্রিয়ার পর অবস্থায় এমন যে ধীর ব্যক্তি তাঁহার চিত্ত শীতল
 অমৃতের দ্বারায় পুরিত রহিয়াছে । ৮১ ।

নিকামী ব্যক্তিকে তাঁহার শাস্ত্র দেখিয়া স্তবও করেন না, আর দুষ্ট
 লোকের নিন্দাও করেন না, দুঃখ এবং সুখ দুইতেই সমান ভাবে থাকিয়া
 ভৃগু থাকেন, কিছু কর্তব্য কর্ম করিয়াও তাহা দেখে না । ৮২ ।

ধীর যে ব্যক্তি তিনি সংসারকে ভেব করেন না ; আর আত্মাকে দেখেন
 না, হর্ষ, শোক হইতে মুক্ত হইয়া না মরিয়া আছেন না বাঁচিয়া
 আছেন । ৮৩ ।

পণ্ডিত যিনি তিনি এইরূপ শোভিত হইয়াছেন, পুত্র দারাদে স্নেহ নাই,
 কোন বিষয়ে কামনা নাই, স্বশরীরের আশা ত্যাগ করিয়া নিশ্চিত্ত
 রহিয়াছেন । ৮৪ ।

তুষ্টিঃ সৰ্বত্র ধীরস্য যথাপতিতবর্তিনঃ ।
 স্বচ্ছন্দং চরতো দেশান্ যত্রাস্তমিতশায়িনঃ ॥ ৮৫ ॥
 পততুদেতু বা দেহো নাস্য চিন্তা মহাত্মনঃ ।
 স্বভাবভূমি বিশ্বাস্তি বিশ্বাতাশেষসংসৃতঃ ॥ ৮৬ ॥
 অকিঞ্চনঃ কামচারো নিব্বন্দ্বিহ্নসংশয়ঃ ।
 অসক্তঃ সৰ্বভাবেষু কেবলো রমতে বুদ্ধঃ ॥ ৮৭ ॥
 নির্মমঃ শোভতে ধীরঃ সমলোষ্ট্রাশ্বকাক্ষনঃ ।
 স্তুভিরহৃদয়গ্রন্থিবিনিপুঁতরজন্তমাঃ ॥ ৮৮ ॥
 সৰ্বত্রানবধানস্ত ন কিঞ্চিৎসান্না হৃদি ।
 নুজ্ঞান্ননো বিভূষণস্ত তুলনা কেন জায়তে ॥ ৮৯ ॥

ধীর ব্যক্তি সৰ্বত্র, এবং যাহা হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট, স্বচ্ছন্দপূৰ্বক দেশ
 চরণ করেন, যেখানে সন্না হয় সেইখানেই শুইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

এই শরীর থাক আর যাক মহৎ ব্যক্তির এ বিষয়ে কোন চিন্তা নাই,
 আপনার ভাবেতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার স্থিতিতে থাকিয়া, ভূমিতে
 বিশ্বাস্তি করতঃ সংসারের গতি সব বিশ্বস্ত হয় ॥ ৮৬ ॥

কোন ফলের ইচ্ছা না করিয়া সব কর্মই করেন ও বন্দ্ব এবং সংশয়
 রহিত হইয়া এবং সব ভাবেতে আসক্তি রহিত হইয়া কেবল ক্রিয়াতে রমণ
 করেন যিনি তিনি পণ্ডিত ॥ ৮৭ ॥

আমার কিছু নয় এবং টেলা এবং সোনা ছই সমান এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট
 ধীর যিনি তাহার হৃদয়গ্রন্থি ভেদ এবং রজ এবং তমগুণ রহিত হইয়াছে ॥ ৮৮

কোন বিষয়ের ইচ্ছা নাই কারণ হৃদয় বাসনাশূন্য হইয়াছে ৷ ৮৯ ৷
 আত্মা মুক্ত, ক্রিয়ার পর অবস্থায় সৰ্বদা থাকায় একরূপ বিগত তৃষ্ণা যাওয়ার
 হইয়াছে তাহার তুলনা কাহারও সহিত দেওয়া বাইতে পারে না অর্থাৎ
 একরূপ অবস্থা অতি কম স্নোকেয় হয় ॥ ৮৯ ॥

জানন্নপি ন জানাতি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ।
 ক্রবন্নপি ন চ ক্রতে কোহন্যো নিক্সানাদৃতে ॥ ৯০ ॥
 ভিক্ষুর্তা ভূপতির্ক্সাপি যো নিক্সামঃ স শোভতে ।
 ভাবেষু গলিতা যস্য শোভনাশোভনা মতিঃ ॥ ৯১ ॥
 ক স্পৃহন্নদ্যং ক সঙ্কোচঃ ক বা তত্ববিশিচয়ঃ ।
 নিক্স্যাজার্জবভূতস্য চরিতার্থস্য যোগিনঃ ॥ ৯২ ॥
 আন্নবিশ্রান্তিত্বশ্চেন নিরাশেন গতান্তিনা ।
 অন্তর্ষদনুভূয়েত তৎ কথং কন্য কথ্যতে ॥ ৯৩ ॥

উপযুক্ত বাসনা রহিত ব্যক্তির অবস্থা বিচিত্র হইতেছে তিনি জানিয়া
 জানেন না, দেখিয়াও দেখেন না, বলিয়াও বলেন না এইরূপ আশ্চর্য্য দশা
 যাহার হইয়াছে তিনিই জানেন । অথ সাংসারিক লোকে একথা বুঝিতে
 পারিবেন না ॥ ৯০ ॥

ভিক্ষুকই হউন বা রাজাই হউন যিনি নিক্সাম হইতেছেন তিনিই শোভ-
 মান, ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে ভাব তাহাতে গলিত হইয়াছে যাহার মন
 তাহার ভাল মন্দ দুই সমান । ৯১ ।

ক্রিয়া করে করে স্থিরত্ব ভাব যে যে যোগীর হইয়াছে তাহাদের চিত্ত
 সরল এবং কোন বিষয় তাহাদের মনে উদয় হয় না, আবার উদয়ও হয়
 কিন্তু সেই উদয় আর অল্পদয় দুই অল্পবরা ভূমির স্তায় অর্থাৎ কোন বস্তুতে
 আসক্তি থাকে না এইরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তিনিই চরিতার্থ হইতেছেন । তাহার
 স্পৃহা নাই বা কি ? আর সঙ্কোচই বা কি ? আর তত্বের নিশ্চয় করাই
 বা কি ? ॥ ৯২ ॥

৯. আত্মাতে বিশ্রান্তি দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রযুক্ত যে ব্যক্তি আশা
 রহিত হওয়াতে, পীড়াবর্জিত হইয়াছেন তাহার অন্তরে যে সকল অনুভব
 হয় তাহা কি প্রকারে কে বলিতে পারে ? ॥ ৯৩ ॥

সুষোহপি ন সুষুশৌ চ স্বপ্নেহপি শয়িতো ন চ ।
 জাগরেহপি ন জাগর্তি ধীরত্বশুঃ পদে পদে ॥ ৯৪ ॥
 জ্ঞঃ সচিন্তোহপি নিশ্চিন্তঃ নেশ্রিয়োহপি নিরিন্দ্রিয়ঃ ।
 সূবুদ্ধিরপি নিবুদ্ধিঃ সাহকারোহনহঙ্কৃতিঃ ॥ ৯৫ ॥
 ন সূখী নচ বা দুঃখী ন বিরক্তো ন রাগবান্ ।
 ন মুনুক্ষু ন বা মুক্তো ন কিঞ্চিন্ন চ কিঞ্চন ॥ ৯৬ ॥

উপর্যুক্ত ব্যক্তি শুইয়া থাকেন কিন্তু ভালরূপ শোন না, স্বপ্ন দেখেন না
 শুইয়া অর্থাৎ জাগ্রত স্বপ্ন, জাগিয়া থাকেন কিন্তু জাগিয়া থাকেন না অর্থাৎ
 ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকেন, এমন ধীর ব্যক্তির পদে পদে তৃপ্তি । ৯৪ ।

যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি স্থিরত্ব পদ কি তাহা
 জানিয়াছেন, তাহারি নাম জ্ঞঃ, তিনি সচিন্তক হইয়াও নিশ্চিন্ত হইয়াছেন
 অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কোন বিষয়ের চিন্তা থাকে না, যদিপি কোন
 আবশ্যকীয় চিন্তা উপস্থিত হয় যেমন জলের পিপাসা ক্ষণিক হইল, কিন্তু
 ক্রিয়ার পর অবস্থার আনন্দে থাকায় মনে বিস্মৃত হইয়া নিশ্চিন্তের মতন
 থাকে, এইরূপ সব ইন্দ্রিয়ে থাকিয়াও নিরিন্দ্রিয় হইতেছেন, তিনি সূবুদ্ধি
 হইয়াও নিবুদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মে থাকায় স্মরণরূপ বুদ্ধি তাহার হইতেছে বটে,
 ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় বুদ্ধি পরে যে ব্রহ্ম তাহাতে থাকায় বুদ্ধি ।
 অহঙ্কার থাকিয়াও অহঙ্কার নাই সেই ব্রহ্মই আমি এইরূপ অহঙ্কার হইয়াও
 অহঙ্কার নাই কারণ আমারি নাহঙ্কার যখন আমি সেই ব্রহ্ম তখন অহঙ্কার
 করে কে ? । ৯৫ ।

উপর্যুক্ত ব্যক্তি সূখীও নন দুঃখীও নন, বিরক্ত নন, রাগবানও নন,
 তিনি মুক্তির ইচ্ছা করেন না, মুক্তও নন ; তিনি কিছুই নন, কিন্তু কিছুই সে
 কিছু অবস্তর বস্ত হইতেছে, তত্ত্বের দ্বারায় আসিতেছে ও যাইতেছে । ৯৬ ।

বিন্ধেপেহপি ন বিক্ষিপ্তঃ সমাধৌ ন সমাধিমান্ ।

জাড্যেহপি ন জড়ো ধনুঃ পাণ্ডিত্যেহপি ন পণ্ডিতঃ ॥ ১৭ ॥

মতো যথাস্থিতিস্বস্থঃ কৃতকর্তব্যনিরৃতঃ ।

নমঃ সর্কত্র বৈতুষ্যাৎ ন স্মরত্যাকৃতং কৃতম্ ॥ ১৮ ॥

ন প্রীয়তে বন্দ্যমানো নিন্দ্যমানো ন কুণ্যতি ।

নৈবোদ্ভিজ্জৈত মরণে জীবনে নাভিনন্দতি ॥ ১৯ ॥

তিনি বিক্ষিপ্ত হইয়াও বিক্ষিপ্ত নন, অর্থাৎ বিশেষরূপে ব্রহ্মেতে ক্ষিপ্ত হইয়াছেন যিনি তিনি মাংসারিঃ লোকের মতন বিক্ষিপ্ত নন, তিনি সমাধিস্থ হইয়াও সমাধিবান নহেন অর্থাৎ জিয়াব পর অবস্থায় থাকিয়া সকল কাম করিতেছেন, শুড়ের মতন থাকিয়াও জড় নন অর্থাৎ যখন ভগবানের মহিমা সব দেখেন দুব দর্শন এবং শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারায় তখন আশ্চর্য্য হইয়া জড়বৎ থাকেন কিন্তু স্বল্প ব্রহ্মের অণুব দ্বারায় সব দেখাতে ও জানাতে তিনি জড় নন, তিনি পণ্ডিত হইয়াও পণ্ডিত নন অর্থাৎ সকলেতে এক দেখিয়াও সমান দেখেন না অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে মান এবং চামারকে অপমান করেন । ১৭

উপর্যুক্ত ব্যক্তি মুক্ত হইতেছেন যেকপ তাঁহার হৃদয়ে স্থিত তাহাতেই স্বস্থ হইতেছেন, যাহা করিয়াছেন তাহাতেও আর মন দেন না এবং যাহা কর্তব্য তাহাতেও আর মন দেন না, সকল অবস্থাই সমান আর সর্কত্র হইয়া রহিত ; যাহা করিয়াছেন এবং যাহা না করিয়াছেন এ দুয়েরই স্মরণ করেন না । ১৮ ।

কেহ বন্দনা করিলে তিনি সম্মত হন না ও নিন্দা করিলেও কষ্ট হন না, মরণেতেও উদ্বেগ নাই আর জীবনেতেও আনন্দ নাই । ১৯ ।

ন ধাবতি জনাকীর্ণং নারণ্যমুপশাস্ত্বধীঃ ।

যথা তথা যত্র তত্র সময়ে বাবতিষ্ঠতি ॥ ১০০ ॥

ইতি শমশতকং নাম অষ্টাদশপ্রকরণম্ ।

উনবিংশ প্রকরণম্ ।

তত্ত্ববিজ্ঞানসন্দেশমাদায় হৃদয়োদরাৎ ।

নানাবিধপরামর্শশল্যোদ্ধারঃ ক্রতো ময়া ॥ ১ ॥

ক ধর্মঃ ক চ বা কামঃ ক চার্ঘ্যঃ ক বিবেকতা ।

ক দ্বৈতং ক চ বা দ্বৈতং স্বমহিম্নি স্থিতস্ত্র মে ॥ ২ ॥

যেখানে জন সমূহ সেখানে আমি যাই না আর অরণ্যতে উপশান্তি পাইবার বুদ্ধি করি না, যে রকমে থাকি না কেন সেই রকমেই থাকি, যেখানে থাকি না কেন সেইখানেই থাকি আমি সব সময়ে হৃদয়ে আটকিয়া রাখিয়াছি । ১০০ ।

উনবিংশ প্রকরণ ।

উপর্যুক্ত ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ে আবার স্থির হইয়াছে আমি নানাবিধ শাস্ত্র স্বরূপ কণ্টক উদ্ধার করিলাম । ১ ।

কর্ম্মই বা কি আর কামনা বা কি, আর কিসের জন্মই বা কামনা আর বিবেকতাই বা কি, দ্বৈত বা কি অদ্বৈত বা কি, আমি আপনার স্থিতি পদের মহিমা অনুভব করিয়া স্থির হইয়া রাখিয়াছি । ২ ।

କ ଭୂତଂ କ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନମପି କ ଚ ।

କ ଦେଶଃ କ ଚ ବା ନିତ୍ୟଂ ସ୍ଵମହିମ୍ନି ସ୍ଥିତସ୍ତ ମେ ॥ ୩ ॥

କ ଚାତ୍ମା କ ଚ ବାନାତ୍ମା କ ଶୁଭଂ କାଶୁଭଂ ତଥା ।

କ ଚିନ୍ତା କ ଚ ବା ଚିନ୍ତା ସ୍ଵମହିମ୍ନି ସ୍ଥିତସ୍ତ ମେ ॥ ୪ ॥

କ ଅଗ୍ନଃ କ ଅସ୍ମୁଞ୍ଚିକା କ ଚ ଜାଗରଣଂ ତଥା ।

କ ତୁରୀୟଂ ଭୟଂ ବାପି ସ୍ଵମହିମ୍ନି ସ୍ଥିତସ୍ତ ମେ ॥ ୫ ॥

କ ଦୂରଂ କ ସମୀପଂ ବା ବାହ୍ୟଂ ବାଭ୍ୟନ୍ତରଂ କ ବା ।

କ ସ୍ଥୂଳଂ କ ଚ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମଂ ସ୍ଵମହିମ୍ନି ସ୍ଥିତସ୍ତ ମେ ॥ ୬ ॥

କ ମୃତ୍ୟୁର୍ଜୀବିତଂ ବା କ ଲୋକାଃ କାପି କ ଲୌକିକମ୍ ।

କ ଲୟଃ କ ସମାଧିକା ସ୍ଵମହିମ୍ନି ସ୍ଥିତସ୍ୟ ମେ ॥ ୭ ॥

ଭୂତ, ଭାବ୍ୟାଂ, ଆର ବର୍ତ୍ତମାନହି ବା କି, ଆର ଦେବ, ଆର ନିତ୍ୟାହି ବା କି ?
ଆମି ସେହି ମହତ୍ତ୍ଵେନ ବ୍ରହ୍ମ ତାହାତେ ସ୍ଥିତ ହେୟା ରହିଯାହି । ୩ ।

ଆତ୍ମାହି ବା କି ? ଅନାତ୍ମାହି ବା କି ? ଶୁଭହି ବା କି ଅଶୁଭହି ବା କି,
ଚିନ୍ତାହି ବା କି ? ଆର ଅଚିନ୍ତା ବା କି ? ଆମି କ୍ରିୟାର ପର ଅବସ୍ଥାୟ ସ୍ଥିତ
ହେୟା ରହିଯାହି । ୪ ।

ଅଗ୍ନହି ବା କି, ଅସ୍ମୁଞ୍ଚିହି ବା କି, ଜାଗରଣହି ବା କି, ତୁରୀୟହି ବା କି, ଭୟହି
ବା କି, ଆମି ଆପନାର କ୍ରିୟାର ପର ଅବସ୍ଥାୟ ସ୍ଥିର ହେୟା ରହିଯାହି । ୫ ।

ଦୂର, ସମେଂ, ବାହ୍ୟ, ଅନ୍ତର, ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଇହାରାହି ବା କି, ଆମି ସେହି ମହତ୍ତ୍ଵେନ
ବ୍ରହ୍ମପଦ ଶବ୍ଦେ ସ୍ଥିର ହେୟା ରହିଯାହି । ୬ ।

ମରା ବୀଚାହି ବା କି ? ଲୋକ, ଅଲୋକହି ବା କି ? ଲୟ ଏବଂ ସମାଧିହି ବା
କି ? ଆମି ଆପନାର କ୍ରିୟାର ପର ଅବସ୍ଥାୟ ସ୍ଥିର ହେୟା ରହିଯାହି । ୭ ।

বিংশ প্রকরণম্ ।

অঙ্গং ত্রিবর্ণকথয়া যোগস্য কথয়াপ্যলম্ ।

অলং বিজ্ঞানকথয়া বিশ্রাস্তস্য মমাস্মি ॥ ৮ ॥

ইত্যাস্মি বিশ্রাস্ত্যষ্টকং নাম উনবিংশ প্রকরণম্ ।

বিংশ প্রকরণম্ ।

জনক উবাচ ।

ক ভুতানি ক দেহো বা কেন্দ্রিয়াণি ক বা মনঃ ।

ক শূন্তং ক চ নৈরাশ্রং মৎস্বরূপে নিরঞ্জে ॥ ১ ॥

ক শাস্ত্রং কাশ্মি বিজ্ঞানং ক বা নির্বিষয়ং মনঃ ।

ক তৃপ্তিঃ ক বিতুষভ্রং গতদ্বন্দ্বস্য মে সদা । ১ ২ ॥

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যোগ, যোগের কথার আলোচনা বিজ্ঞানের কথা
হইতে বিশ্রাস্ত আমার আত্মা হইয়াছেন । ৮ । ১

এই বিশ্রাস্ত অষ্টক নামক উনবিংশ প্রকরণ ।

বিংশতি প্রকরণ ।

জনক বলিতেছেন । এসব ভূতই বা কি ? দেহই বা কি, ইন্দ্রিয়ই বা
কি, মনই বা কি, শূন্তই বা কি ? নৈরাশ্রই বা কি ? আমার স্বরূপ ত
কুটস্থ নিরঞ্জন হইতেছেন । ১ ।

শাস্ত্রই বা কি ? কাশ্মি বিজ্ঞানই বা কি ? আত্মার নির্বিষয় মনই বা কি ?
তৃপ্তিই বা কি, আর বিতুষভ্রই বা কি ? আমি দ্বন্দ্ব রহিত হইয়া সদা
রহিয়াছি । ২ ।

অষ্টাবক্র সংহিতা ।

ক বিদ্যা ক চ বা বিদ্যা কাহং কেদং মম ক বা ।
 ক বক্রঃ ক চ বা মোক্ষঃ স্বরূপস্য ক রূপিতা ॥ ৩ ॥
 ক প্রারদ্ধানি কর্মানি জীবমুক্তিরপি ক বা ।
 ক তদ্বিদেহতৈকবল্যং নির্বিশেষস্য সর্বদা ॥ ৪ ॥
 ক কর্তা ক চ বা ভোক্তা নিষ্ক্রিয়স্ফুরণং ক বা ।
 কাপরোক্শং ফলং বা ক নিশ্চভাবস্য মে সদা ॥ ৫ ॥
 ক লোকঃ ক মুমুকুর্শা ক যোগী জ্ঞানবান্ ক বা ।
 ক বক্রঃ ক চ বা মুক্তঃ স্বস্বরূপেহহমদ্বয়ে ॥ ৬ ॥
 ক সৃষ্টিঃ ক চ সংহারঃ ক সাধ্যং ক চ সাধনম্ ।
 ক সাধকঃ ক সিদ্ধির্বা স্বস্বরূপেহহমদ্বয়ে ॥ ৭ ॥
 ক প্রমাতা প্রমাণং বা ক প্রমেয়ং ক বা প্রমা ।
 ক কিঞ্চিং ক ন কিঞ্চিদা সর্বদা বিমলস্য মে ॥ ৮ ॥

বিদ্যাই কি? অবিদ্যাই কি? আমি বা কে? এই বা কে? আমরা
 বা কে? বক্রই বা কি? মোক্ষই বা কি? ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্ম স্বরূপ,
 আমি ত আমার স্বরূপ কি? । ৩ ।

প্রারদ্ধ কৰ্মই বা কি, জীবমুক্তই বা কি, আর বিদেহ তৈকবল্যই বা কি?
 আমি সর্বদাই নির্বিশেষ স্বরূপ হইতেছি । ৪ ।

কর্তা, ভোক্তা বা কি, অপর নিষ্ক্রিয় বা কি? পরোক্শই বা কি? আমি
 নিঃস্বভাব বিশিষ্ট সর্বদা হইতেছি । ৫ ।

লোকই বা কি? মোক্ষের ইচ্ছাটী বা কি? যোগীই বা কি? জ্ঞানবানই
 বা কি? বক্রই বা কি? মুক্তই বা কি? আমি স্বস্বরূপ অদ্বৈত হইতেছি । ৬ ।

সৃষ্টি বা কি? সংহারই বা কি? সাধ্যই বা কি? সাধনই বা কি,
 সাধকই বা কি? সিদ্ধিই বা কি? আমি স্বস্বরূপ অদ্বৈত হইতেছি । ৭ ।

প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় প্রমাণ, এসকলি বা কি? কিঞ্চিং অকিঞ্চিংই
 বা কি? সর্বদা আমি বিমল রহিয়াছি । ৮ ।

বিংশ ঞ্চকরণম্ ।

বিক্ষেপঃ ক চৈকাগ্র্যং ক নিরোধঃ ক মূঢ়তা ।

হর্ষঃ কণ্ঠবিষাদো বা সর্কদা নিষ্ক্রিয়স্ত মে ॥ ৯ ॥

ক চৈব ব্যবহারো বা ক চ সা পরমার্থতা ।

ক সুখং ক চ বা দুঃখং নির্বিশেষস্ত মে সদা ॥ ১০ ॥

ক মায়ী ক চ সংসারঃ ক শ্রীতির্কিরতিঃ ক বা ।

ক জীবঃ ক চ তদ্ব্রহ্ম সর্কদা বিমলস্ত মে ॥ ১১ ॥

ক প্রবৃত্তির্নিবৃত্তির্কী ক মুক্তিঃ ক চ বন্ধনম্ ।

কুটস্থনির্কিভাগস্য স্বস্থস্য মম সর্কদা ॥ ১২ ॥

কোপদেশঃ ক বা শাস্ত্রং ক শিষ্যঃ ক চ বা গুরুঃ ।

ক চান্তি পুরুষার্থো বা নিরুপাধেঃ শিবস্য মে ॥ ১৩ ॥

বিক্ষেপই বা কি ? একাগ্রতাই বা কি ? নিরোধই বা কি ? আর মুর্থতাই বা কি ? হর্ষই বা কি ? আর বিষাদই বা কি ? আমি সর্কদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিয়াছি । ৯ ।

ব্যবহারই বা কি ? আর পরমার্থতাই বা কি ? সুখই বা কি ? আর দুঃখই বা কি ? আমি সর্কদা নির্বিশেষ হইয়া রহিয়াছি । ১০ ।

মায়ীই বা কি ? আর সংসারই বা কি ? শ্রীতিই বা কি ? আর বিরতিই বা কি ? জীবই বা কি ? আর ব্রহ্মই বা কি ? আমি সর্কদা বিমল রহিয়াছি । ১১ ।

প্রবৃত্তিই বা কি আর নিবৃত্তিই বা কি ? মুক্তিই বা কি ? আর বন্ধনই বা কি ? আমি কুটস্থের স্বরূপ হইতেছি । আমি আপনাতঃ সর্কদা স্বস্থ আছি । ১২ ।

উপদেশই বা কি ? আর শাস্ত্রই বা কি ? শিষ্যই বা কি ? আর গুরুই বা কি ? পুরুষার্থই বা কি ? আমি নিরুপাধি শিব স্বরূপ হইতেছি । ১৩ ।

অষ্টাবক্র সংহিতা ।

ক চাস্তি ক চ বা নাস্তি কাস্তি চৈকং ক বা দ্বয়ম্ ।
বহুনাত্র কিমুকেন কিঞ্চিন্নোত্তিষ্ঠতে মম ।। ১৪ ।।

ইতি শিষ্যপ্রোক্তং জীবনুক্তচতুর্দশকং নাম বিংশপ্রকরণম্ ।

একবিংশ প্রকরণম্ ।

দশ যচ্ চোপদেশে স্ত্যঃ শ্লোকাস্চ পঞ্চবিংশতিঃ
সত্যাত্মানুভবোজ্ঞাসে উপদেশাশ্চতুর্দশ ॥ ১ ॥
ষড়্জ্ঞাসে লয়ে চৈব উপদেশে চতুশ্চতুঃ ।
পঞ্চকং স্যাদনুভবে বন্ধগোক্ষে চতুষ্টিমম্ ॥ ২ ॥
নির্বেদোপশমৌ জ্ঞানমেবমেবাষ্টকং ভবেৎ ।
যথাসুখগুণকঞ্চ শাস্তৌ স্যাৎবেদমংস্থিতিঃ ॥ ৩ ॥

আছেই বা কি ? আর নাই বা কি ? একই বা কি ? আর দুইই বা
কি ? আর আশি বস্তু বলিব, বলিতে পারি না, এই উপর্যুক্ত বিষয় সব
কিছুই আমার মনেতে উদয় হয় না । ১৪ ।

এই জীবনুক্ত চতুর্দশ নামক বিংশ প্রকরণ সমাপ্ত ।

একবিংশ প্রকরণ ।

যত প্রকরণে যত শ্লোক আছে তাহাব নির্দেশ কবিয়া লিখিতেছি,
প্রথম প্রকরণে উপদেশ নামক ষোলটি শ্লোক, দ্বিতীয় প্রকরণে সত্যাত্ম-
ভবোজ্ঞাসে ২৫ শ্লোক, তৃতীয় প্রকরণে উপদেশ তাহাতে চোদ্দটি শ্লোক, উজ্ঞাস
নামক চতুর্থ প্রকরণে ছয়টি শ্লোক, আবি পঞ্চম প্রকরণে লয় নামক চারিটি
শ্লোক, ষষ্ঠ প্রকরণে উপদেশ তাহাতে চারিটি শ্লোক, অনুভব নামক সপ্তম
প্রকরণে পাঁচটি শ্লোক । বন্ধ ও মোক্ষ নামক অষ্টম প্রকরণে ৪ টি শ্লোক ।

তদ্ব্যাপদেশে বিংশচ দশ আদ্যোপদেশকে ।

অষ্টককোশে, বিংশচ নামে চ ক্রমিকং ভবেৎ ॥ ৪ ॥

অষ্টককোশে আন্তো দ্বীঘসুন্দো চতুর্দশ ।

ষট্‌সংখ্যা ক্রমবিজ্ঞানে ঐশিকোদ্যমতঃ পরম্ ॥ ৫ ॥

বিংশত্যেকমিতৈঃ খটৌঃ ঐশিকোদ্যমতৈঃ ।

অবধূতানুভূতিশ্চ শ্লোকাঃ সংখ্যাক্রমা অসী ॥ ৬ ॥

ইতি সংখ্যাক্রমকথনং নাটমকবিংশ প্রকরণম্ ॥ ২১ ॥

ইত্যষ্টাবক্র সংহিতা সম্পূর্ণা ।

৩ তৎ সৎ ।



নির্বেদ নামক দ্বয়ম প্রকরণে আটটি শ্লোক, উপশম নামক দশম প্রকরণে ৮টি শ্লোক। জ্ঞান নামক একাদশ প্রকরণে ৮টি শ্লোক। দাদশ প্রকরণে ৮টি শ্লোক, জ্যোতিষে ৭টি, শাস্ত্রি নামক চতুর্দশে ৪টি, তত্ত্ব নামক পঞ্চদশ প্রকরণে ২০টি, জ্ঞান উপদেশ নামক ষোড়শ প্রকরণে ১১টি, উদ্ভবরূপ সপ্তদশ প্রকরণে ২০টি, শাস্ত্রিশক্ত নামে অষ্টাদশ প্রকরণে ১০০টি, আত্ম-বিপ্রাপ্তি নামক ঊনবিংশ প্রকরণে ৮টি। জীবগুক্ত নামক বিংশ প্রকরণে চৌদ্দটি, বিজ্ঞান নামক একবিংশ প্রকরণে ৬টি এই একুশটি প্রকরণে তিনশ এক শ্লোক। অবশেষে, আর অনুভূতি শ্লোক সব অমৃতময় হইতেছে ।

এই সংখ্যাক্রম নামক একবিংশ প্রকরণ সমাপ্ত ।

অষ্টাবক্র সংহিতা সম্পূর্ণা ।

